

一

二

三

四

五

বিদ্যাসুন্দর নাটক ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু এণ্ড কোং কর্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ।

কলিকাতা ।

জ্ঞানহোপ্‌ জেন্স, নং-৭৮২, বহুবাজার রোড ।

শক ১৭৮৭ । ইং ১৮৬৫ ।

কলিকাতা ।

N.A.A.

Acc. No. 7584

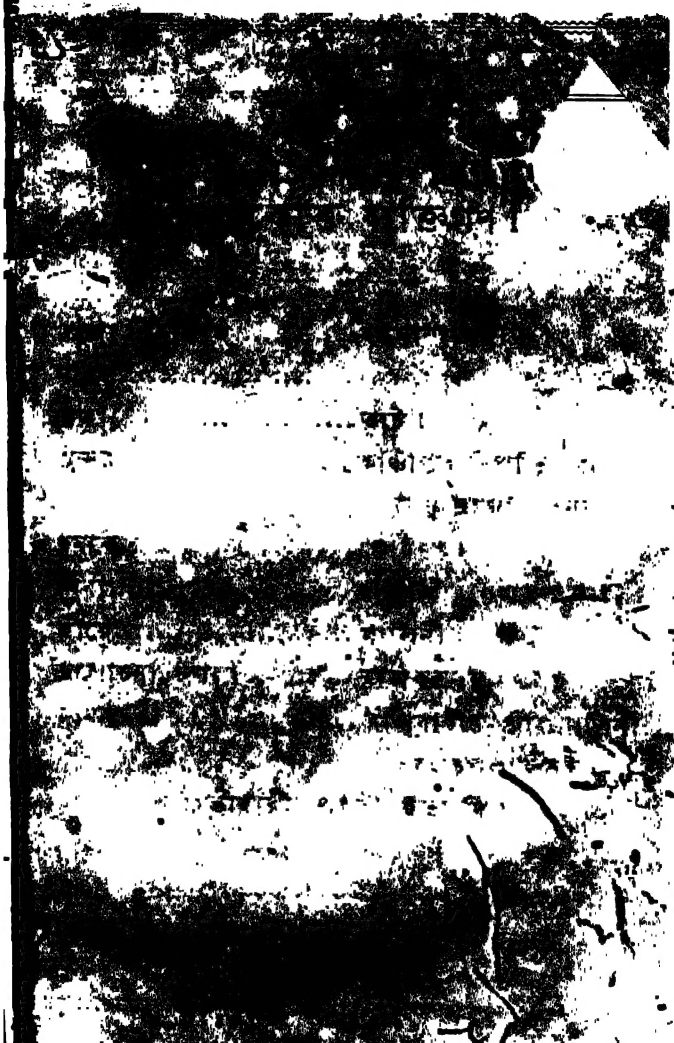
Date 1-4-93

Item No. 12/13 3988

Don. by









নাট্যকোত্ত ব্যক্তিগণ ।

রাজা বীরসিংহ..... বর্ধমানাধিপতি ।

মন্ত্রী.....

গঙ্গা..... ভাট ।

সুন্দর..... কাঞ্চীপুরাধিপতি ও গ-
সিন্ধু রাজার তনয় ।

ধুমকেতু..... কোর্টাল ।

বিদ্যা..... রাজা বীরসিংহের কন্যা ।

হীরে..... যালিনী ।

সুলোচনা, চপলা রাজকন্যার সখী ।

বিঘলা..... রাজবাটীর প্রতিবাসিনী
এবং চপলার সহ

প্রতীহারী, প্রহরী, ইত্যাদি ।



প্রথম যুগ্মদ্বন্দ্ব সময়ে গ্রন্থকারের ভূমিকা ॥

কথিত আছে যে কোন ধনবানের নিকটে একজন
ভাঁড় নিযুক্ত ছিল। ঐ ব্যক্তি প্রত্যহ অভিনব
কৌতুক প্রস্তুত করিতে আদিষ্ট হওয়াতে এক দিন
নুতন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া এক জন মুটের
ঝাঁকাতে বসিয়া প্রফুল্ল বদনে প্রভুর নিকটে উপনীত
হইল। ধনী এই অভূত ব্যাপারে অত্যন্ত আশ্চর্য
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “একি।” ভাঁড়কর বোড়
করিয়া উত্তর করিল “মহাশয়, আজকের এই
নুতন।”—আমার এই গ্রন্থ প্রস্তুত করাও প্রায় সেই
রূপ হইয়াছে, অর্থাৎ সকলের আর্বাল্য-পরিজাত
ভারতচন্দ্রচিত্র বিদ্যাশুন্দরোপাখ্যান, ইত্যদ্যদ্বয়
পরিবর্তন পূর্বক নাটকের পরিচ্ছদে “আজকের এই
নুতন” বলিয়া পাঠকগণের সমীপে সমর্পণ করি-
তেছি। ইহাতে আমার অধিক আশঙ্ক্য বা কৌর
প্রয়োজন করে না, কারণ বান্ধববর্গের অনুরোধক্রমে
এই গ্রন্থ রচনার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এবং কেবল

বান্ধববর্গেরই ব্যবহারার্থ ইহা মুদ্রাক্ষিত হইল । যেমন
কোন অপুত্র পাচকে রন্ধন করিতে অনুরোধ করিলে
নিতান্ত অপকৃষ্ট পাক হইলেও তাহাকে দোষী করা
বাইতে পারে না, সেইরূপ আমার প্রতিও এই
রচনা বিষয়ে বিশেষ দোষারোপ হওয়ার সম্ভব নাই ।
কিন্তু যদিও এই ক্ষুদ্র নাটকদ্বারা বান্ধবসিংগের অর্ধ
দণ্ডের নিমিত্তেও সুখ-সম্পাদন হয় তবে একান্ত চরি-
তার্থ হইল। আপনার সৌভাগ্যকে যথেষ্ট ধন্যবাদ
করিতে থাকিব ; কিম্বচিক মিতি ।

প্রমুকারস্ত ।

প্রকাশকদিগের বিজ্ঞাপন

প্রায় সাত বৎসর অতীত হইল এতদেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া কেবল গীতাদিগেরই ব্যবহারার্থ ১০০ একশত খণ্ড মাত্র মুদ্রিত করান। পুস্তকপ্রণেতা সাধারণের ব্যবহারার্থ ইহা প্রকাশিত করেন নাই কেন, তাহার কারণ আমরা বিশিষ্টরূপে অবগত নহি। বোধ হয়, কবিবর ভারতচন্দ্রের রসপূর্ণ কাব্যখানি নাটক-পরিচ্ছদে পাছে রসহীন হইয়া সাধারণের আদরণীয় না হয়, এই আশঙ্কায় তিনি এতদগ্ৰন্থ সর্ব-সাধারণের হস্তে সমর্পণ করিতে সাহসী হন নাই। বাহা হউক, এতাবৎ কাল পর্যন্ত এই গ্রন্থের প্রতি আমাদের সান্ত্বনয় অনুরাগ আছে এবং আমরা দেখিয়াও আসিতেছি যে, গীতাদিগের ন্যায় ইহা কখন না কখন পতিত হইয়াছে গীতাদিগের মতোও অনেকের ইহাকে বিশেষ সমাদর করেন। এখন কি, এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইবে কি না, যত্নে যত্নে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াও থাকেন। অতএব, পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রিত হইলে সাধারণের আগ্রহ হইবেনা,

এই বিবেচনায় ইহা প্রকাশিত করিবার জন্য আমরা
এইকার যত্নোদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করি । মহাত্ম-
জন এইকার স্বীয় উদার স্বভাব বশতঃ এই এতদ্বার
স্বয়ং আয়াদিগকে একেবারে দান করেন । অধিকন্তু
তিনি আয়াদিগের প্রতি বিশিষ্ট অনুকম্পা প্রদর্শন-
পূর্বক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পুস্তক খানির
আদ্যোপান্ত দেখিয়া দেন এবং স্থানবিশেষে কোন
কোন বিষয়ের পরিবর্তন ও পরিবর্জন করেন এবং
স্থানে স্থানে নুতন নুতন বিষয়েরও সম্মিলন
করেন । আমরাও তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা-
সহকারে এইখানিকে সুদৃশ্য করিবার জন্য ছয় খানি
চিত্রদ্বারা সোভিত করিয়া সাধারণের ব্যবহারার্থ
পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম । এক্ষণে সহদয়
পাঠকবর্গ ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই আমরা
চরিতার্থ হইব ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ।

কলিকাতা ।

ক্যান্‌হোপ্‌ প্রেস ।

নং ১৮২, বঙ্কিমচন্দ্র রোড,

তাৎ ১ আশ্বিন ১২৭২ ।

বিদ্যাসুন্দর নাটক।

প্রথমাকা

প্রথম প্রস্তাব।

বর্তমান রাজবাটী—(রাজসভা)।

রাজা। (সচিবায়) তাইতো, কি আশ্চর্য্য।
এতগুলো রাজপুত্র এলো, তার মধ্যে একটাও
কি মানুষের মধ্যে হোলো না? তাদের রাজবংশে
জন্ম মাত্র, কিন্তু সকল গুণেই পূর্ণ। আগে
এরূপ জানলো আমার কন্যার অমন বিষম প্রতি-
জ্ঞায় কি সম্মতি দিতেন? তবে একবার সম্মত
হয়ে আর তার অন্যথাও তো করতে পারি না।
এখন বিবেচনা হচ্ছে যে বিদ্যার বিদ্যা গুণ না
হয়ে কেবল দোষের বহু করে উঠেছে।—চার।

এই বিবেচনার ইহা প্রকাশিত করিবার জন্য আমরা
এইবার মহোদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করি । মহানু-
ভব এইবার স্বীয় উদার স্বভাব বশতঃ এই গ্রন্থের
সব আয়াদিগকে একেবারে দান করেন । অধিকতর
তিনি আয়াদিগের প্রতি বিশিষ্ট অনুকম্পা প্রদর্শন-
পূর্বক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পুস্তক খানির
আদ্যোপান্ত দেখিয়া দেন এবং স্থানবিশেষে কোন
কোন বিষয়ের পরিবর্তন ও পরিবর্জন করেন এবং
স্থানে স্থানে নুতন নুতন বিষয়েরও সম্মিলন
করেন । আমরাও তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা-
সহকারে গ্রন্থখানিকে সুদৃশ্য করিবার জন্য ছয় খানি
চিত্রদ্বারা সোভিত করিয়া সাধারণের ব্যবহারার্থ
পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম । এক্ষণে সহদয়
পাঠকবর্গ ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই আমরা
চরিতার্থ হইব ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ।

কলিকাতা ।

১. ক্যান্থোপ প্রেস ।
নং ১৮২, বঙ্কিমচন্দ্র রোড,
তাৎ ১ আশ্বিন ১২৭২ ।

বিদ্যাসুন্দর নাটক।

প্রথমাকাঙ্ক্ষা

প্রথম প্রস্তাব।

বর্তমান রাজবাণী—(রাজসভা)।

রাজা। (সচিবায়) তাইতো, কি আশ্চর্য্য।
এতগুলো রাজপুত্র এলো, তার মধ্যে একটাও
কি মানুষের মধ্যে হোলো না? তাদের রাজবংশে
সম্মত মাত্র, কিন্তু সকল গুলোই পণ্ড। আগে
এরূপ জান্লে আমার কন্যার এমন বিষম প্রতি-
জ্ঞায় কি সম্মতি দিতেম? তবে একবার সম্মত
হয়ে আর তার অন্যথাও তো করতে পারি না।
এখন বিবেচনা হচ্ছে যে বিদ্যার বিদ্যা গুণ না
হয়ে কেবল দোষের হেতু হয়ে উঠেছে—চার।

কি!—কেনন্ মন্ত্রী, তুমি কিছু উপায় ছিন্ন ব
গেরেছ ?

মন্ত্রী। মহারাজ বা আজ্ঞা কলেন্ স
বধার্থ বটে। লক্ষ্মী সরস্বতী উত্তর দেবীর
এক জনেতে হয় ~~এ~~ সামান্য তপস্যার কর্ম
সুতরাং এমন ভাগ্যশীল পুরুষ পাওয়া স
সুকঠিন। তবে সম্প্রতি ~~শ্রুত~~ হয়েছি যে কা
পতি ওগসিদ্ধ রাজার পুত্র সুন্দর নামে যুব
না কি নানা শাস্ত্রে সুশিক্ষিত, অত্যন্ত কবি, অ
পণ্ডিতের নিকটে বিচারে জয়লাভ করেছে
এতে—

রাজা। সে কি। ওগসিদ্ধ রাজার যে
পুত্র আছে এত আমি জানতেন না।

মন্ত্রী। আজ্ঞা আমি বিশেষ শুনেছি।
না কি অপূর্ব সুন্দর পুরুষ আর মহাপণ্ডিত
অতএব অসম্ভব হয় যে তিনি যখন এত
লুপ্ত করেছেন তখন আমাদের রাজকন্যে বি
কেও লুপ্ত করে, কিস্তে পারেন। তবে বল
না; ~~স্বপ্ন~~ ইচ্ছা আর তথ্যব্যাভা। বি

বলো নিশ্চিতও থাকা উচিত নয়। আমার এই
অভিপ্রায় যে এখানকার সংবাদ নিয়ে জনৈক
লোক কাঞ্চীপুরে প্রেরিত হয়।

রাজা। হাঁ, সুযুক্তি বটে। তবে আর বিলম্ব
করা কর্তব্য নয়, এক্ষণেই লোক প্রেরণ করা
উচিত। (প্রতীহারীর প্রতি) কোই যাও।
গঙ্গাতটকো ইহা আনে কহো।

প্রতী। যো হুন্মু মহারাজ।

[প্রতীহারীর প্রস্থান।]

রাজা। (সখেদে) বিদ্যাবতীর অদৃষ্টে যে
বিবাহ আছে এমন্ তো আমার মনে লয় না;
তবে আমাদের চেষ্টা করো দেখতেই হবে।

মন্ত্রী। সে কি মহারাজ। এও কি সম্ভব হয়?
পূর্বকালে সীতা দ্রৌপদী প্রভৃতির বিবাহে অতি
কঠোর পণও রক্ষা হয়েছিল, আর আমাদের এই
সামান্য প্রতিজ্ঞাটা কি রক্ষা হবে না? বিশেষতঃ
শাস্ত্রেরও অভিপ্রায় এই যে কন্যা জন্মাবার
অগ্রেই তার বরপাত্রের জন্ম হয়। চিত্র দেখুন।

আজ পর্যন্তে কার কন্যা অবিবাহিতা রয়েছে ?
অতএব মহারাজ, আপনি এ বিষয়ের অনর্থক
চিন্তা দূর করুন।—এই যে আমাদের তউরাজ
এসেছেন ।

(প্রতীহারীর দ্বিহিত গঙ্গাভাটের প্রবেশ ।)



1

1

তিনি না কি নানা বিদ্যা উপার্জন করেছেন,
তাতে বোধ করি তিনি আমাদের বিদ্যার উপ-
পাত্র হলেও হতে পারেন। অতএব আমার ইচ্ছা
যে তুমি সমস্ত কাঞ্চীপুর গমন কর। আর পার
যদি রাজপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে এখানে উপ-
স্থিত হইয়ো—বিলম্ব যেন না হয়, কারণ রাজকন্যা
বিবাহযোগ্য হইয়াছে, আর অধিক দিন তাকে
রাখাও যায় না, তা তুমিতো বুঝতেই পাছো।

তাট। মহারাজ! কোন্ বিচিত্র কথা! আমি
এই মুহূর্তেই যেতে প্রস্তুত আছি।

রাজা। (মন্ত্রী প্রতি) গুণসিদ্ধ রাজাকে
এক পত্র দেওয়া আমাদের কর্তব্য। তুমি তৎপর
হয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ কর। আর অদ্যই
যাতে গঙ্গাতট রুদ্ধমান হতে যাত্রা করে এমত
উদ্যোগ করো দেও, এর অন্যথা যেন কোন মতে
না হয়।—বেলা অতিরিক্ত হোলো এখন আমি
অন্তঃপুরে গমন করি।

মন্ত্রী। রাজাকে শিরোধার্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ।

বর্দ্ধমানের এক উদ্যান—(সুন্দরের প্রবেশ)

সুন্দর । (স্বগত) বর্দ্ধমানের সৌন্দর্য্য বিষয়ে
 যা শুক ছিলেম এসে তা হতোও অধিক দেখ্লেম।
 আহা ! কিবা সকল অটালিকা ! কি প্রশস্ত
 পরিচ্ছন্ন রাজপথ সকল ! কতই বা বাণিজ্যের
 উন্নতি ! বিপণি সকল নানাবিধ দ্রব্য-জাতে
 পরিপূর্ণ ! আর জনগণ নিজ নিজ কার্য্য উপলক্ষে
 জ্যোত প্রবাহের ন্যায় গমনাগমন কচ্ছে । আবার
 স্থানে স্থানে গ্রহরী সকল শান্তিরক্ষা-কার্য্যে
 নিযুক্ত রয়েছে । প্রজাগণ সুখ স্বচ্ছন্দে কাল-
 যাপন কচ্ছে । আহা ! রাজা কি সামান্য ভাগ্য-
 মর ! পিতার রাজধানী অতি অগুরু বটে, কিন্তু
 কি জানি এস্থানের মত [] আমার কাছে কোন
 স্থানই মনোহর বেধ হয় না । এ নগরের নাম
 বর্দ্ধমান ; উপযুক্ত নামই বটে । এখানে ত্রয্য
 এবং সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সকল গুণই বর্দ্ধমান—

(স্নিতমুখে) এখন অভিলাষ যে আমার সৌভাগ্যও
 যেন এখানে বর্দ্ধমান হয় । (চতুর্দিক অবলোকন)
 এ উদ্যানটিই বা কি মনোহর ! বৃক্ষ সকল মানা-
 বিধ ফলফুলে সুশোভিত । চতুর্দিক সৌগন্ধে
 পরিপূর্ণ আর মধ্যস্থলে কি সুন্দর স্বচ্ছ সরোবর ।
 প্রকৃতি যেন এতে আপনার কুসুম-ভূষিত রূপ
 লাভণের প্রতিবিম্ব স্থিরভাবে দর্শন কছেন ।
 এ বিপিন-বিহারী বিহঙ্গগণ যথার্থ স্বর্গসুখভোগে
 রয়েছে এবং বোধ হয় সেই সুখ অল্পভব করেই
 তারা অবিরত উল্লাসে মধুরধ্বনি কছে । আহা !
 স্থানটি অতি রমণীয় । তা এই বকুলের মূলে
 বসে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করি না কেন ? (উপ-
 বেশন) আঃ শরীরটা বড় স্নিগ্ধ হলো । এ
 সুশীতল সুরভি পবন বোধ হয় সেই ভুবনমোহি-
 নীর অঙ্গ স্পর্শ করে এসে থাকবে । নচেৎ এমন
 স্নিগ্ধ সৌগন্ধ ওণ আর কিসে সম্ভব হতে
 পারে ? হুঁ ! সকলিতো সুখের বটে কিন্তু যে
 চিরন্তন সুখসাধনের অভিলাষে এখানে আসা
 তার কি করা যায় ? আমি তো এখানেকার কিছুই

জানিনে, কাকেও চিনিনে, ছদ্মবেশে এসেচি ।
এখন কি করি ? (চিন্তা) ।

(একজন গ্রহরীর প্রবেশ) ।

গ্রহ । (স্বগত) এ আবার কে ? বিদেশী বোধ
হচ্ছে । কিছু আদায় করবার যোগাড় কুলে হয়
না ? দেখিই না কেন । (প্রকাশে) কে হে তুমি ?
সুন্দর । আমি এক জন বিদেশী মানুষ ।

গ্রহ । আরে তাতো দেখতেই পাচ্ছি । তো-
মার বাড়ী কোথায় ?

সুন্দর । বাড়ী দক্ষিণ ।

গ্রহ । দক্ষিণ কোন্ দেশে ? দক্ষিণ তো
আমাদের দক্ষিণ মশান অবধি যমের দক্ষিণ দুয়ার
পর্যন্ত সকলি দক্ষিণ ।

সুন্দর । না হে বাপু, ততো দূরে নয় ।

গ্রহ । তবে কোথায় তাই বলনা ?

সুন্দর । কাঞ্চীপুর ।

গ্রহ । কাঞ্চী কাঞ্চী যে মল্যে থাকে সেই
কাঞ্চী না কি ?

লুন্দর। কাশী কাঞ্চী বাল্যে থাকে বটে, কিন্তু কাঞ্চীতে আর কাঞ্চীপুরে অনেক ব্যবধান।

প্রহ। বটে। তা এখানে কি মনে করে ?

লুন্দর। বিদ্যালাত কত্তে।

প্রহ। কি বিদ্যা লাভ করবে ?

লুন্দর। সকলের যা প্রধান বিদ্যা।

প্রহ। সকলের প্রধান বিদ্যা ? সে কি চুরি বিদ্যা না কি ?

লুন্দর। (ঈষৎ হাস্যমুখে) এদেশে কি সেই প্রধান ?

প্রহ। (আশ্চর্যজনক পূর্বক “লকড়ী খেলার” ন্যায় পাত্ত বিক্ষেপ ও যষ্টি ঘূর্ণিত করিয়া) নৈলে আমরা আর আছি কি কত্তে ? সে বিদ্যায় যারা যারা শ্রুতি তাদের সকলকেই এই আমাদের হাত দিয়ে পার হতে হয়। আর সে বিদ্যায় যার যেমন দোড়, তাকে তেমনি পুরস্কার আমরা দিয়ে থাকি।

লুন্দর। বটে ?

প্রহ। আবার জানু ঐ বিদ্যার পুরস্কারের

মন্যে আমাদের এখানে এক নতুন যন্ত্র তৈয়ার হয়েছে ? “ভুডুম্” কখন শুনেছো ?

সুন্দর । না ।

প্রহ । দুখানা মোটা কাট্ একত্র করা, তারি মধ্যে চোর ভায়ার পা আটকে দিয়ে এগ্নি করো ফেলে রাখি (সহসা সুন্দরের দক্ষিণ প্রহ লইয়া আপনার উভয় জাহ্নু-সন্ধির মধ্যে স্থাপন) আর যতক্ষণ না আমাদের পূজা দেয় ততক্ষণ ছাড়িনে ।

সুন্দর । (সবলে পদাঘাত ও গাত্রোত্থান এবং প্রহরীর ভূমিতে পতন) আ মোলো যা !

প্রহ । (অপ্রস্তুত ভাবে) হাঁ হাঁ, এমনও কখন হয়; চোরেরা এগ্নি কর্যে কখন কখন পা ছাড়িয়ে নেয় বটে, কিন্তু তার আবার আর এক প্রতীকার আছে । আমরা তখনি তার পিঠে নিলক্ষণ করো কোড়া লাগিয়ে দিয়ে থাকি ; সেটাও তোমাকে তবে দেখিয়ে দিতে ছেলো ।

সুন্দর । (কিঞ্চিৎ সক্রোধে) হ্যা দেখো, আমার সঙ্গে বড় ও রকমে চলবে না । এখনি এগ্নি একটি মুফাঘাত করো যে তোমার সেই

দক্ষিণ মশান অবধি যমের দক্ষিণ দুয়ার পর্য্য
এক নিমেষের মধ্যে দেখিয়ে দিব। তুমি
জানো এমন কচ্ছো তা বোঝা গেছে, তা আমা
কাছে বল প্রকাশের কৰ্ম নয়। বরঞ্চ অগ্নি
কিছু দিচ্ছি, নিয়ে আনন্দ করগে, মিছে বিদেশ
লোকে সঙ্গে বিবাদ করায় ফল হবে না
(কিংকর অর্থ প্রদান)।

প্রহ। (গ্রহণ করিয়া সপুলকে) না না তুমি
বড় বেশ লোক ভাই, তুমি বেশ লোক! তুমি
স্বচ্ছন্দে যে বিদ্যা ইচ্ছা হয় লাভ করগে। অন
বিদ্যা দূরে থাক, পার যদি তো রাজকন্যে বিদ্যাকে
লাভ করগে; কোন্ শালা আর তাতে কথা
কবে। তুমি বেশ লোক।

[সানন্দে প্রস্থান।

সুন্দর। আঃ! বাঁচা গেল! বেটা কিছু অর্থের
নিমিত্তে এতো কল্লিল তা জানলে যে কোন্
কালে পাপ বিদায় কত্তে। যাহোক, প্রথমেই
তো এই এক উপাত্ত, না জানি এখন আরো
কত আছে।

(রাগিণী সুরট-খা স্বাজ—তাল খেমটা) ।

আহা মরি একি হেরি অপরূপ কাননে ।

নিজনে গড়েছে বিধি এ নবীন রতনে ॥

শরদের পূর্ণশশী, ভূমে কি পড়িল খসি,

অনঙ্গ কি অঙ্গ ধরে বিহরিতে ভুবনে ।

এরূপ দেখিলে পারে, রতি মন মোহি করে,

রমণীর মন তাহে স্থির হবে কেমনে ।

মনে হেন সাধ যায়, এর লাগি পুনরায়,

নবীন বয়স পেয়ে রাখি হৃদে যতনে ॥

অনুমান হয় এ বিদেশী কেউ হবে, কেননা
বর্দ্ধমানের ভিতরে আমার অগোচর কে আছে ?

কি যুবো, কি বুড়ো, হীরে মালিনী থাকে না
জানে সে-তো মানুষের মধ্যেই নয় । যা হোক,

এর বাঁড়ীর লোক একে ছেড়ে দিলে কেমন
কোঁরে ? এর যদি নারী থাকে তবে তার বাড়ি

অরসিক তো ত্রিভুবনে নাই । এমন পতি কি

কেউ কাছ ছাড়া করে ? তা মিছে ভেবেই বা

কাজ কি ? কাছে গিয়ে দুটো কথাই কেন কই নে ?

(নিকটে গিয়া সহাস্তমুখে) হা গো—বিদেশীর
মত তোমাকে দেখছি, তুমি কে গা ?

সুন্দর । (স্বগত) ইনি আবার কে ?
(প্রকাশে) আমার বাড়ী দক্ষিণ দেশে,—
আমি বিদ্যাব্যবসায়ী,—বিদ্যালভ কত্তেই এখানে
বাসা ।

হীরে । তা এখানে বসে কেন ?

সুন্দর । আমিতো এদেশের কাকেও চিনি
শুনি, সুতরাং এপর্যন্ত বাসার স্থির কত্তে পারি
নি—তাই এই ছায়ায় বসে শান্তিদূর করি, আর
ভাব্চি কি করি ।—তুমি কে গা ?

হীরে । আমি রাজবাড়ীর মালিনী, আমার
নাম হীরে । আমার বাড়ী এই নিকটেই । তা তাই
আমার দুঃখের কথা কেন জিজ্ঞাসা কর ? (নিকটে
উপবেশন করিয়া) তিনকূলে আমার কেউ নাই ।
পোড়া যমে সব খেয়েছে, কেবল আমাকে যে
কেন ভুলে রয়েছে তা বোঝতে পারিনে । (নয়ন-
মার্জন) তবে রাণী আর রাজকুমারী যথেষ্ট ভাল
বাসেন, তাঁদের কাছেই—সুন্দর । যাই আসি আর

কোন রকমে কাল কাটাই। যা হোক, তোমার
এখনো বাসার স্থির হয় নি; সাহস করে বলতে
পারিনে ভাই, আমার কোটাও নাই বালাখানাও
নাই—তবে কিনা একুলা থাকি, বাড়ীখানি ঘেরা
ঘোরা বটে, যদি ছুঁখিনী বল্যে ঘেন্না না করে।
তবে আমি বাসা দিতে পারি।

সুন্দর। (আত্মগত) কতি কি? বাসার
সুসারে আশারও সুসার হতে পারে। এ সর্বদা
রাজবাড়ীতে যায়, এর কাছে সেখানকার সকল
সমাচারই পেতে পারবো। তবে মাগীর রীত্বে
বড় ভাল দেখ্টি নে। আগে হতো একটা গুরু-
তর সম্পর্ক পাতান যুক্তিসিদ্ধ। (মালিনীর
প্রতি) আমি ভেবে দেখ্লেম আমার এর হতো
উপকার আর কি হতো পারে, তুমি এ বিদেশে
স্বামীর মার মত কর্ম কলে, তা আজ অবধি
তুমি আমার মাসী—আমি তোমার বোনপো।

হীরে। এর চেয়ে ভাগ্যি আর আমার কি
আছে? তুমি আমার বাপ্ধন বাপের ঠাকুর—
দয়া করে আমাকে দা বলো। যেমন হরি দয়া

করো যশোদাকে মা বলেছিলেন এও তাই হলো ।
 বাহা, বাছার মুখখানি শুকিয়ে গ্যাছে। এসো
 বাছা—এসো, গা তুলে বাড়ীতে এসো ; বাছা,
 তোমারি বাড়ী, তোমারি ঘর ।
 সুন্দর । হাঁ মাসি, তবে চল ।

[উভয়ের গমন ।

তৃতীয় প্রস্তাব ।

হীরে মালিনীর বাটী ।

(সুন্দর এবং হীরে মালিনীর প্রবেশ) ।

সুন্দর । রাজবাটীর রূতান্ত ত সকলই শুন্লেম,
 তা মাসি, রাজার কন্যা কি সেই একটিই মাত্র ?
 হীরে । হাঁ বাছা, কন্যে সেই একটিই বুটে,
 কিন্তু সে সামান্য কন্যে নয়, বোধ হয় কোন দেবকন্যা
 শাপভরতা হয়ে জন্মেছেন, আর রাজারান্নী হুজনে
 তাঁকে ভালোও বাসেন তেমনি । সকল অপেক্ষা
 তিনিই তাঁদের স্নেহের বিশেষপাত্রী । অধিক কি

কোন রকমে কাল কাটাই। যা হোক, তোমার
এখনো বাসার স্থির হয় নি; সাহস করে বলতে
পারিনে ভাই, আমার কোটাও নাই বালাখানাও
নাই—তবে কিনা একলা থাকি, বাড়ীখানি ঘেরা
ঘোরা বটে, যদি হুঁখিনি বল্যে ঘেন্না না করে
তবে আমি বাসা দিতে পারি।

সুন্দর। (আত্মগত) কতি কি? বাসার
সুসারে আশারও সুসার হতে পারে। এ সর্বদা
রাজবাড়ীতে যায়, এর কাছে সেখানকার সকল
সমাচারই পেতে পারবো। তবে মাগীর রীত্বে
বড় ভাল দেখ্টি নে। আগে হতো একটা গুরু-
তর সম্পর্ক পাতান যুক্তিসিদ্ধ। (মালিনীর
প্রতি) আমি ভেবে দেখ্লেম আমার এর হতো
উপকার আর কি হতো পারে, তুমি এ বিদেশে
আম্মর মার মত কর্ম কলে, তা আজ্ অবধি
তুমি আমার মাসী—আমি তোমার বোনপো।

হীরে! এর চেয়ে ভাগ্যি আর আমার কি
আছে? তুমি আমার বাপ্ধন বাপের ঠাকুর—
দয়া করে আমাকে মা বলো। যেমন হরি দয়া

করো যশোদাকে মা বলেছিলেন এও তাই হলো ।
আহা, বাছার মুখখানি শুকিয়ে গ্যাছে। এসো
বাছা—এসো, গা তুলে বাড়ীতে এসো ; বাছা,
তোমারি বাড়ী তোমারি ঘর ।

শুন্দর । হাঁ মাসি, তবে চল ।

[উভয়ের গমন ।

তৃতীয় প্রস্তাব ।

হীরে মালিনীর বাণী ।

(শুন্দর এবং হীরে মালিনীর প্রবেশ) ।

শুন্দর । রাজবাটীর রক্তান্ত ত সকলই শুন্দ্রেন্দ্রম-
হাঁ মাসি, রাজার কন্যা কি সেই একটিই মাত্র ?

হীরে । হাঁ বাছা, কন্যে সেই একটিই বুটে,
কিন্তু সে সামান্য কন্যে নয়, বোধ হয় কোন দেবকন্যা
শাপভ্রষ্টা হয়ে জন্মেছেন, আর রাজারাগ্রী হুজনে
তাকে ভালোও বাসেন তেমনি । সকল অপেক্ষা
তিনিই তাঁদের স্নেহের বিশেষপাত্রী । অধিক কি

বলবো, উভয়ে তাঁকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক
দেখেন ।

শুন্দর । ভাল মাসি, রাজকন্যে তিনি কেমন ?
হীরে । বাছা ! তার কথা কি এক মুখে বলতে
পারি ? তার কি রূপের তুলনা আছে ?

(রাগিণী সোহিনীবাহার—ভাল খেমটা) ।

আঁখিতে কি ফল তার বল যে না দেখে তার ।

রূপেতে বিরূপ রতি যার তুলনায় ॥

ঘন জিনি কেশ ধরে, এলাইত হল্যে পরে,

চিকণ চিকুর ভার চরণে লুটায় ।

তার মাঝে মুখছাঁদ, জিনিয়ে শরদ চাঁদ,

দিবানিশি সম শোভে, বিমল শোভায় ॥

সে অঙ্গের নাহি তুল, নহে রূশ নহে শূল,

হেরিয়ে কনকলতা, লাজেতে লুকায় ।

যোরিনের ফুল তার, কমল মুকুল প্রাণ,

হৃদয়ের মাঝে সাজে, যোগীয়ে ভুলায় ॥

কণিতর কটি তার, বিপুল নিত্যস্বতার,

শ্রমনেতে দোলে ঘন, নিজ গরিমায় ।

সুবজন বধিবারে, বিধি বা গড়েছে তারে,

ইন্দিতে যদ্ব যার, মোহ করে যার ॥

বাছা তার কথা কেন কও ? তেমন রূপে শুনে
কিউ কখন হয় নি হবে না—দেখেনি দেখবে মা ।
কিন্তু বাছা তার প্রতিজ্ঞের কথা তো শুনেইছো ।
তার আর অধিক কি বোলবো ?

সুন্দর । হাঁ মাসি । সে কথা জানি । তা কখন
কখন মনে হয় যে একবার রাজসভায় গিয়ে দেখিই
নি কেন বিদ্যার বিদ্যায় কত দূর দৌড়,—আবার
চাষি, কি জানি যদি না পারি তা হলো আর লজ্জা
গাখবার স্থান থাকবে না । ভাল মাসি । একটা
কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি তো প্রত্যহ রাজনন্দি-
গীকে মালা ঝোগাও, এক দিন আমার গাঁথা মালা
মনে যেতে পার ?

হীরে । (ঈষৎদ্বন্দ্ব করিয়া) তুমি কি বাছা
মালা গাঁথতে পারবে ? এ কন্ম তৈ তোমার
স্বয়ং বাপ ! তুমি মালা গাঁথলে রাজকন্যার মনে
যাবে কেন ?

সুন্দর । না মাসি, আমি এক রকম পারি,
বোধ করি বড় মন্দ হবে না । বরঞ্চ তুমি আগে
দেখো, ভাল মা হলো নিয়ে দেয়ো না ।

হীরে । (ঈষৎ হাস্য মুখে) আচ্ছা, কাল্ তুনি
মালা গেঁথে, দেখবো কেমন পার ;—তা এখা
নাবার খাবার বেলা হলো, চল তার উদ্ভূগ করে
দিই গে ।

[উভয়ে নিষ্কান্ত]

চতুর্থ প্রস্তাব ।

বিদ্যার মন্দির ।

(বিদ্যা উপবিষ্টা,

সাজী কক্ষে মালিনীর প্রবেশ ।)

হীরে । (ঈষৎ হাস্য মুখে) কৈ গো—নাতি
ঠাকুরান কোথায় গো ?—এই যে !—আজ্ঞা এ
মালা ছড়া গাঁথতে একটু দেরি হয়ে গেল, ত
অগ্নি তাড়াতাড়ি আসূচি, বলি এ যা । কত
বেলাই না জানি হলো ।

বিদ্যা । যা । যা । আর মিছে রক্তে কাজ নাই ।

মস্ত রাত্তির টা যাগ্‌বি তা সকাল সকাল আস্‌বি
কমন করো ? বুড়ো হয়ে তোর ঠাট্ বেড়েছে
ব তো কমে নি। এই এতটা বেলা হোলো এখনও
পূজা হোলো না, আর জলবিন্দু মুখে দিই নি, তা
তার কি ? তুই আপন ঠাট্ ছলাতেই মস্ত
পাকিস্, আমার পূজা হলো বা না হলো তোর
চায় বয়ে গেল কি ?

হীরে । ওমা ! সে কি গো ! এ বয়েসে আমার
যাবার ঠাট্ ছলা কি দেখলে ? অবাক্ কল্লে মা !
আমি ভাব্লেম আজ্ ভালো করো মালা ছড়া
গেথে নে যাই, রাজনন্দিনী দেখে কতই সন্তুষ্ট
হবেন,—তা ভাল বলা পড়ে মরুক্—এর জন্যে
কথা উল্টে শুন্তে হলো । কপাল আর কি !
কির স্বর্গেও সুখ নেই । তা মা হবার হয়েছে,
আজ্‌কের মত ক্ষমা কর, এই নাকে কানে মত
এমন কখন হবে না । এখন নেও, এই ফুল
ও ।

বিদ্যা । (মালা হস্তে লইয়া সপুলকে) তাই
তা—আজ্ : মালা ছড়া গেঁথেছে ভাল বে !—

(পাতের কোণের প্রতি নিরীক্ষণ করত তাহার মধ্যে কুমুম ধনুর্কোণ দেখিয়া সচকিত) এ আবার কি? ফুলের ধনুর্কোণ যে!—অ কল্লৈ কে? হীরে, সত্তি করো বল দেখি এ মালা কে গঁথেছে?

হীরে। আর গাঁথবে কে? আমিই গঁথেছি।
বিদ্যা। না! না! তুই তো নিতাই গঁথে থাকিস্, তা এমন তো এক দিনও হয় না। আজ তোকে এ মালা কে গঁথে দিলে বল?

হীরে। বল্লম্ তো। আমার আর আছে কে যে আমাকে মালা গঁথে দেবে, আপনিই গঁথেছি।—বেলাটা ঢের হোলো এখন যাই—
আবার রাঁধতে বাড়তে হবে।

বিদ্যা। ঈস্! আজ যে আমার আইয়ের বড় চাড়া গা! রাগটা হয়েছে বুঝি? আরে বোস বোস! আমার মাথা খাস্, বল এ মালা কে গাঁথলে? (হীরের অঞ্চল ধারণ)।

হীরে। না তাই, আর তোমার সোহাগে কাজ নেই। গোড়া কেটে আগার জল ঢালে কি হবে

ল ? তোমাদের তাব্ বুকে ওঠা ভার । ঐ শ্ব
লে, বন্ধ

“বড় গিরীতি বালির বাঁধ ।

ফণে হাতে দড়ি ফণেকে চাঁদ ।”

ভাই, আই বলা ছাড় ; এম্নি আসি যাই
দই ভালো ।

বিদ্যা । একটা কথা বল্লেম্ বলিই কি এত
গ ? ছি ! ছি ! আই হয়ে নাত্মীর কথায় এত
সাসা গা ! আমার কথায় রাগ কোত্তে কি
তার একটু লজ্জা হয় না ?

হীরে । আর তা বৈ কি ভাই, আমি মরি
তামার জন্যে—বলি কিসে মনের মত একটি
তজামাই হবে, শেষে তেরেকার খেয়ে আমারি
গটা যায়—এখনকার এইতো বিচার ।

বিদ্যা । তা ভাল করেই বল্না কেন ? অর্ধেক
পাটে আর অর্ধেক মুখে—ও আবার কি ?

হীরে । ভালো করে আর বল্বে কি ? দক্ষিণ
শে কাঞ্চীপুরের গুণসিদ্ধ রাজার নাম পূর্বে
কনহো, তাঁর পুত্র সুন্দর, যার জন্যে আমাদের

মহারাজ সে দিন গজাভাট্কে পাঠালেন, তাগ্য-
ওঁগ তিনি আপ্নিই এখানে উপস্থিত হইছেন—

বিদ্যা। (সাত্তায়) কোথায়? কোথায়?—
(ঈষৎসলজ্জ) না। বলি কোথায় এসেছেন?

হীরে। (সহাস্যে) এই আমাদের এই নগরে
আর কোথায়? আমি তাঁকে দেখেই তাব্লেম্—
বলি এত দিনে বুঝি নাতিনের বিয়ের ফুল ফুটলো,
বিধাতা এত দিনে সদয় হয়ে বুঝি মনের মত
সোণার চাঁদ নাতজামাই মিলিয়ে দিলেন, তাই
তাঁকে কত বল্যে কয়ে—সে কি থাকে গা।—কত
যত্ন করে আমার বাড়ীতে এনে রেখেছি। তা এন্নি
কল্পি বিচার “যার জন্যে চুরি করি সেই বলে
চোর”। অবাক্ আর কি!

বিদ্যা। তা তিনি ছদ্মবেশে কেন?

হীরে। তোমার প্রতিজ্ঞার কথা তো সকলেই
জানে, তা প্রকাশ্য ভাবে এসে বিচারে হাজ্জে বড়
লজ্জা প্রক্টে হবে তাই বুঝি আগে ছদ্মবেশে
এসেছেন।

বিদ্যা। ভাল আই, বলা দেখি তিনি কেমন?

হীরে । (স্বয়ং কাম্য করিয়া) তিনি কেমন

• (রাগিনী ধাবান, — ভাল একটাল ।)

কব কি আর রূপের তুলনা ।

দ্বিনোদিনী ধনি ও কথা তুলোনা ॥

সে যে রূপবান, হেরি সে বয়ান,

লাগে ফুলবাণ, জান খাকে না ।

হেরিয়ে স্বর্ণ স্বর্ণ মুকুট,

হরিজল যত হারিয়ে পট্টায়,

হরিজা চন্দ্রক আছরে কোথায়,

এ সব হেরিতে মন চাহে না ॥

নয়নের শোভা হেরে শতমল,

লজ্জিত হইয়ে লয়ে নিজ দল,

জলে করে বাস, স্থলের দিবাশ,

অভিলাষ করে না ।

সুধাকর জিনি বিমল বদন,

সে রূপ হেরিয়ে বিবানে যদন,

অনক হইয়ে করয়ে রোদন,

অনু প্রকাশিতে ভাই পারে না ॥

রূপে আর বলবো কি তাই

বিদ্যা। আই, তবে তাঁকে একবার দেখবার
বি হবে বল দেখি?

হীরে। ওমা সে কি? “নাচে না উঠতেই
এক কান্দি,” তাও কি হয়! আগে রাজারানীকে
বল, তাঁরা দেখুন শুনুন, পরে সে কথা।

বিদ্যা। না আই, তা হবে না, আগে আমাকে
দেখাতে হবে।

হীরে। কেমন করো দেখাব তাই?—এই
রাজপুরী, চারিদিকে চৌকী পাছরি এমন, যে
মাছিটি এড়াতে পারে না, এতে তাঁকে এনে কেমন
করে দেখাই বল? আর লোকেই বা তা হজা
বলবে কি?

বিদ্যা। তা বলো কি হয়? যেমন করো হোক
আমাকে একবার দেখাতেই হবে। তুই এমন
চতুর, এর কি আর একটা উপায় কতে পারিস
নে?—আর জানিস তো আমার মনের মত কর
কতে পারে আরও প্রম বিকলে যাবে না।

হীরে। হাঁ, তা তৌ হুন্নি, কিন্তু কি যে উপায়
করবো তাই তাবরি। (কিকিঃ তাবিয়া) হাঁ,

কটা উপায় আছে। আমি তাঁকে এনে এই
খতলার দাঁড় করাবো তুমি হাতের উপর থেকে
নখো; তা হলেই তো হয় ?

বিদ্যা। হাঁ, তা হলেই হয়, কিন্তু সে কবে ?—

জন্ম সন্ধ্যার সময়—না কাল ?—কি বলিস্ ?

হীরে। ভালো—তবে কালই তাঁকে আনবো।

সহাস্যে) কিন্তু তাই আগে আমি বলে থাকি, না,

তাকে একবার দেখলে আর ভুলতে পারবে না।

বিদ্যা। আর তাই, ভুলতে পারবো না।

(রাগিনী বারোতা,—তল খেঁচা।)

কান কব ছুখের কথা, মনের ব্যথা যাই জ্বালা ।

সবলা কুলের বালা, কত জ্বালা নয় গো প্রাণে ।

বিবস প্রতিজ্ঞা করি;

অন্তরে ওয়রে মরি,

লাজে প্রকাশিতেনারি, মিহালিশি বার মোদনে ।

বোবনের ছাখ তার,

সারিতে না পারি আর,

না জানি বা বিবাতার, কত আর জ্বালাই করে ।

হীরে । (ঈষদ্বাক্য করিয়া পাত্রেখানপূর্বক)
কেন না ? এত ভাবনাই কিসের জন্যে ?—

(রাগিনী বাঁহাজ, —তাল যৎ ।)

কেন বল দেখি বিধুমুখি তার অকারুণ ।

যেখা পাব মিলাইব নাগর মনোমত্তন ॥

বাতাসে পাতিয়ে কাঁদ,

ধরি গগনের চাঁদ,

কি ছার নাগর ধনে, ভুলান রমণী মন ।

হুরিতে মিলাব আনি,

সে নাগর গুণমণি,

তবে সে জানিবে ধনি, হীরে মালিনী কেমন ॥

[হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ।

বিদ্যা । • এই বেলা দেখি-মে দেখি, ছাত্ত
থেকে রথতলাটা ভাল দেখা যায় কি না ।

[প্রস্থান ।

ইতি প্রথম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম প্রস্তাব ।

বিদ্যার সান্নিধ্য ।

বিদ্যা সহাসীনা চপলা চামর ব্যঞ্জন করিতেছে,

মলোচনা তাম্বুলপাত্র সম্মুখে উপবিষ্টা ।)

মলো । (তাম্বুল প্রস্তুত করিতে করিতে) ।

জননন্দিনি, এক্ষণে কথা জিজ্ঞাসা করি যদি বল ।

বিদ্যা । কেন সখি, বলবো না কেন ?—

তামাদের কাছে কি আমার কোন কথা গোপন
হাছে ? তা সখি কি বলবে বল না ।

মলো । না, আর কিছু নয়, বলি কদিন অবধি

মি এমন হয়েছ কেন ? ভাল করে খাও না, ভাল

রয়ে কথা কও না—সর্বদাই যেন আনমনে থাক

বার দিন দিন শরীরও শুকিয়ে যাচ্ছে—মুখখানি

পালিন্ হচ্চে—এর কারণ কি ?

(বিদ্যা লজ্জায় অধোবদন হইয়া নিরন্তর
রছিলেন)।

সুলো। (বিদ্যাকে তান্বুল দিয়া) আমি তখন
বলেছিলাম তো তুমি বলবো না।

বিদ্যা। না সখি বলবো না কেন? তা তুমি
যে একবারে নেকা হলে। এর কারণ তুমি কি
কিছু জান না?

সুলো। কৈ জানি? জানলে কি আর
জিজ্ঞাসা করি?

বিদ্যা। কেন? হীরে যে সে দিন মালা এনে
দিয়েছিল তা কি তুমি দেখ নি —

সুলো। হাঁ, তা দেখেছি, তাতে কি?

বিদ্যা। আর রথতলায় যাঁকে দেখিয়ে ছিল
তাও তো জান?

সুলো। হাঁ, তাও জানি।

বিদ্যা। তবে আর না জানই কি?

সুলো। তা তার জন্যে এত ভাবনাই বা
কেন? একবার রাণীর কাছে বলিই তো হয়।

বরং তুমি না পার, আমরা নৈলে বলি।

চপ। তার জন্যে ভাবনা কি ? বল যদি তুবে
মামি না হয় এখনি তাঁর কাছে যাই। (গমনে
দ্যতা)।

বিদ্যা। (সচকিত হইয়া) না না না না!
মন কর্মও করে। তা হলে সব নষ্ট হবে।

চপ। কেন। তার দোষ কি ?

সুলো। আর তা না হলেই বা হবে কেমন
কারে ভাই ?

বিদ্যা। সখি, আমার পোড়া এক প্রতিজ্ঞা-
তই সর্বনাশ হলো !

চপ। কেন ?

বিদ্যা। এখন মায়ের কাছে বল্লোই বিচারের
থা উঠবে। কিন্তু বিচারে হারলেই তো আমার
কে জিত আর হারালে সেই সঙ্গে প্রাণটাই
সারাণ সার হবে। তা যা হোক, ইনি যে ও সিন্ধু
সজ্জার পুত্র এ কথাই বা কে বিশ্বাস কোরবে ?
তাতে তাঁর সঙ্গে কি বিবাহ সম্ভব হয় ? সুতরাং
আশা আমার যে দুরাশা তাও আমি জানছি,
কিন্তু যে দিন তাঁকে দেখেছি সেই দিন অবধি

আমাতে আর আমি নেই। সে ভুবনমোহন
রূপ দেখে কুলে শীলে একেবারে জলাঞ্জলি দি-
বেসেছি। তাঁর জন্যে মন যে করে তা আর বোল্বে
কাকে? সখি, তোমরাও তো রমণী, আমার
মনের ভাব কি আর তোমরা বুঝতে পারছ না?

সুলো। হাঁ, তা তো সব বুঝিছি, তা বুঝেই
বা করি কি বল? উপায় তো কিছু দেখি নে
তোমার মুখেই তাই আমাদের মুখ, তা যদি এর
কোন পথ থাকতো তা হলেও বা যত্ন করে
দেখতেন, কিন্তু বুঝিয়ে তো আর এ ঘটনা হবার
নয়।

চপ। ওমা! সে কি কথা? তাও কি হয়?
রাজার প্রতাপে পৃথিবী কেঁপে যায়, হুওরে হুওরে
যমদূতের মন্ত দরেকান, পাখীটি যায় এড়াতে
পায় না,—

বিদ্যা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া—)
সখি, সেই ভাবনাতেই তো সারা হলেন!—তাই
হীরেকেও সে দিন বল্লম, বলি আমি তো কোন
উপায় দেখি, কিন্তু তিনি কেমন সুজন চতুর

—[সখীদিগের আতঙ্ক, বিদ্যা সচকিতে দেখিয়
অধোবদন।]

চপ। একি লো! একি লো!

সুলো। ওমা তাইতো লো! এ আবার কে
পুরুষ মানুষ যে লো!

চপ। ওমা তাই তো! আমি সকলকে ডাকি।—
চোর চোর হবে না কি! অ্যা—

বিদ্যা। (ইঙ্গিত দ্বারা নিবেদন করিয়া জনাহি
কে) না না সখি, এ সে চোর নয়, বোধ করি ইঁ
আমার সেই মনচোরাই বুঝি হবেন, তা তোমর
ওঁকে জিজ্ঞাসাই কর না কেন?

চপ। তবে ভাল!—আমার বুকটো এখনে
ধড়্ ধড়্ কচ্ছে। (সুলোচনার প্রতি) সুলোচনা
তুমি তাই জিজ্ঞেস কর, আমি তো পারবো না।

সুলো। (সুন্দরের প্রতি) হটাৎ তুমি কে
এখানে এসে উপস্থিত হলে? যথার্থ বল, আমরা
মেয়ে মানুষ ভয় পেয়েছি। দেবতা, কি দানব,
কি মানুষ, তা আমরা কিছুই বুঝতে পারছি নে।

সুন্দর । (ইষৎ হাসিয়া) না সখি, তবের
ন কারণ নেই । আমি দেবতাও নহি, দানবও
—আমি সামান্য মানুষ ; কাঞ্চীপুরের গুণসিদ্ধ
রাজের পুত্র—আমার নাম সুন্দর । ভাটের
যে তোমাদের রাজকন্যের বিচারের কথা শুনে
যান এসেছি ; তা সে বিচারের কথা দূরে থাকুক,
তোমাদের সভায় প্রথমেই তো অবিচার দেখছি ।
চপ । (বিচার প্রতি জনান্তিকে) তবে সেই
নিই তো বটেন ।

সুন্দর । কেন, আপনি অবিচার কি দেখলেন ?
সুন্দর । অবিচার আর নয় কেমন কোরে ?
যে অত্যাগত ব্যক্তি এখানে এলে তার আত্মানও
আর বসতে বলাও নেই । (বিদ্যার ইঙ্গিতে)
লা আসন দিল, সুন্দরের উপবেশন, বিদ্যা
রজ্জ, বসন দ্বারা শরীর আচ্ছাদন ।)

সুন্দর । (সুলোচনার প্রতি) যা হোক সখি,
ব্যবতীর অদ্ভুত গুণের প্রশংসা শুনেছিলেম
এখানে এসে তা হতেও আশ্চর্য গুণ চক্ষে
দেখে পেলুম ।

— সুলো। আশ্চর্য্য ওণ আপনি কি দেখলেন
আবার ?

— সুন্দর। কান্দ পেতে চাঁদ ধোরে রাখা—
মেঘেতে বিদ্যুতের আভা গোপন করা—আর
বসন দিয়ে পদ্মের গন্ধ ঢাকল—এ সকল তোমা-
দের রাজকন্যেই কেবল কন্তো পারেন।

— সুলো। (হাস্য করিয়া) সে কি মশায় ?
এও কি কখন সম্ভব হয় ?

— সুন্দর। সম্ভব না হলে কি তোমাদের রাজ-
কন্যে আপনার অপূর্ব রূপের ছটা অঞ্চলে ঢাকতে
চাইতেন ?

— সুলো। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) আপনি সু-
রাসিক পণ্ডিত, আপনার কথার উত্তর আমি আর
কি দেবো ?

— “ আমি যদি কথা কোই একে হবে আর ।

পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাসে হিরেধার ॥ ”

তা কি বোলবো, আমাদের সখীর আজ লজ্জার
বেধেছে, নৈলে এ কথার ভাল উত্তরই আপনি
পেতেন ।

শুন্দর । (হাস্য মুখে) তবেই তো তোমার
রাজকন্যে আজ আমার কাছে হারলেন ।

শুলো । কেন, হারলেন কিসে ?

শুন্দর । হারলেন বৈ আর কি ? আমাকে
দেখে যে লজ্জা হয়েছে, সে লজ্জার কাছেই বখন
হেরে নিরুত্তর হলেন তখন আর আমার সঙ্গে
বিচার কোরবেন কি ?

শুলো । (হাসিয়া) হাঁ, এ কথা আপনি
বলতে পারেন বটে ।

বিদ্যা । (সখীপ্রতি) আলো শুলোচনা !
তোরা কি কথা কৈতে জানিস্নে না ? বলা
আমাদের বিদ্যাবতী বিদ্যার বিচারেই পণ করে-
ছেন—চোর-বিদ্যার বিচারে তো পণ করেন নি,
তা হলে যে সিদ্ধ দিয়ে ঘরে আসে তার কথার
উত্তর দিতেন ।

শুন্দর । (হাসিয়া) হাঁ, এদেশের এমনি বিচারই
বটে, উল্টে আনিই চোর হলেন । ভাল, তোম-
রাই বিবেচনা কোরে দেখ দেখি, আমি বিদেশী
লোক, অপরাধের মধ্যে সে দিন রখতলার এক-

বার দাড়িয়ে ছিলেম, তা কটাক্ষেতে আমার মন
প্রাণ যে হরণ কলে সে চোর হলো না, আমিই
চোর ছিলাম; এও মন্দ নয়।

বিদ্যা। আলো সখি, কথা কৈতে যে হাসি
পায়। উনি চোর নন, উনি সাধু। সাধু না হলে
কি আর সিঁদ দিয়ে ঘরে ঢুকতেন? সাধুদেরইতো
এই কর্ম। তা তোরা দেখ্‌লো নতুন দেশথেকে
এক নতুন সাধু এসেছেন।

শুন্দর। (ঈষৎ হাস্যমুখে) সে কথা বড়
মিথ্যা নয়; সখি, তোমরাই বিবেচনা কর
আমার কেমন উদার স্বভাব। আপনার অপহৃত
ধনের অনুসন্ধানে এসেছিলাম, তা চোরের দেখা
পেয়েও সে ধন ফিরে নেয়া দূর থাকুক, চোরের
গুণে এমনি মোহিত হয়েছি যে, অবশিষ্ট দেহটা
যে আছে তা শুদ্ধ যদি সে নেয় তা হলে
চরিতার্থ হই।

বিদ্যা। (অনুচ্ছব্রে সহসা) দিলেই নেয়।

শুন্দর। (প্রফুল্ল মুখে) সখি, তোমরা সাক্ষী
রইলে, রাজকন্যা আমার মন প্রাণ চুরি করা তবে

স্বীকার করেন, আর আমার দেহ সূক্ষ্ম নিতে সম্মত হলেন। (বিদ্যার প্রতি) তা থিরে, এই তো আমি উপস্থিত হয়েছি, এখন তবে আমাকে আপনান্ন করো নেও। (হস্তমুখে কিঞ্চিৎ হস্ত প্রসারণ।)

বিদ্যা। (সলজ্জায় অপ্রতিভ ভাবে) না, না, আমি তা তো বলিনি।

সুলো। (হস্তমুখে বিদ্যার প্রতি) এখন সখি আর ও কথা বলা হয় না। বথার্থ কথা বলতে কি, আজকের বিচারে কিন্তু তোমার হার।

চপলা। এ বিচার আর সে বিচার এতে কি আছে তাই? আমাদের এ প্রতিজ্ঞার বিচারে রসালোপে যে কত পাবে সেই বথার্থ জয়ী; নৈলে কেবল চৌলের “ঘট পটের” বিচারে এমন অমূল্য জীবন লাভ করা সে তো মূল্যেই অসিদ্ধ।

সুলো। (হস্তমুখে বিদ্যার প্রতি) রাজ-নন্দিনি, আর তবে বিলম্বে প্রয়োজন কি? “পেটে খিদে মুখে লাজ” আর কেন, রাজসুত্র আপ-

নাটকে সমর্পণ করার হলে বুঝি পুণিগ্রহণ অতি-
লায়েই হস্ত প্রসারণ করে রয়েছেন, তা উনিই
তোমার হউন বা তুমিই ওর হও, ফলে আমরা
জেনেছি যে আজ অবধি তোমরা দুয়েই এক। তবে
এখন আপনার কর-কমলের সঙ্গে হৃদয়-কমল ওকে
সমর্পণ কর। শুভকর্মে আর বিলম্বের কাজ কি ?

সুন্দর । (প্রফুল্লভাবে ক্রমে স্বকরে বিদ্যার
কর গ্রহণ করিয়া) এমন দিন কি আমার হবে ?

সুলো । আর তার অপেক্ষাই বা কি ? তবে
কি না আমাদের সরল [] বালা অতি অমূল্যধন
প্রথম পরিচয়েই বিশ্বাস করে আপনার হস্তে
সমর্পণ কলেন, তা আপনি সুরসিক পণ্ডিত, সে
ধনে উপযুক্ত বড় কত্তে আমরা আর আপনাকে
কি অনুরোধ করবো ? (মাল্যদ্বারা উভয়ের কর
বৃদ্ধন করিয়া) এখন আমরা এই প্রার্থনা করি যে
এগ্নি-সুন্দর কুসুম-ভোরের মত প্রণয়-রঞ্জুর
বহ্নানে ডভয়ে চিরকাল আবদ্ধ থাকুন ।

সুন্দর । সখি, আমি মুক্তকণ্ঠে “ স্বস্তি ” উচ্চা-
রণ করছি ।

চপ। রাজনন্দিনী তো এতে কথা কবেন না,
তা ওর প্রতিনিধি হয়ে আমিও একান্ত মনে বল্চি
যে তাই হোক।

সুলো। এমন নব-বধূর প্রতিনিধি হতে
অনেকেরি সাধ।

চপ। দূর! আমি কি তাই বল্চি?

সুলো। সে যা হোক, ঠাকুরজামা, আর
তো স্বতন্ত্র আসনে বসাটা উচিত হয় না, এখন
দুজনে একবার একত্রে বোসো, আমাদেরও দেখে
চক্ষু সার্থক হোক।

সুন্দর। (হাস্ত করিয়া) হা সখি, কর্তব্য
বটে। (বিদ্যার নিকটে উপস্থান, বিদ্যার
কটাক্ষে দৃষ্টি)।

সুলো। (হাস্তমুখে) হাঁ সখি, শুভদৃষ্টি
তো হলো, তবে গাঙ্গুলবিবাহের নিয়মটা কী
থাকে কেন? ভাল—যেন আমাদেরি অনুরোধে
হচ্ছে তার লজ্জা কি? উভয়ে মাল্য বদল্টা
কর, আমরাও আনন্দে একবার দেখি। (সুন্দরের
যত্নে উভয়ের মাল্যবদল—সখীগণের হলুধনি।)

বিদ্যা । (আশ্চর্য) বিধাতা কি সত্যিই এত
দিনে এই হতভাগীর দিকে চাইলেন !—না আমি
স্বপ্ন দেখছি ?

চপ । আজ আমাদেরও নয়ন সফল হলো ।
সুখলো । (করতালি সহকারে)

(রাগিনী সাহান, —তাল যৎ ।)

আজ কি আনন্দ সখি, সব দুখ মিটিলো ।
কামিনীর মত কাস্ত, এত দিনে মিলিলো ॥
হেরি রূপ হুজনার, গুণ মানি বিধাতার,
উভয়েরি তরে বুঝি, উভয়েরে গড়িলো ।
দেখি শোভা রতিপতি, হইয়ে মোহিত অতি,
রতিসহ অবধি, দাস হয়ে রহিলো ॥

সুন্দর । • আহা হা । অতি মধুর সংগীত, সখি
যদি তোমার বিশেষ কষ্ট না হয়, তা হলে আর
একটি গান কন্তে অনুরোধ করি ।

সুখলো । সে কি ঠাকুর-জামাই । এত আবার
কষ্ট । এ বরঞ্চ আমাদের শ্লাঘা । বিশেষ ঠাকুর-
জামায়ের প্রথম অন্তিমতি এ আমাদের শিরো-

ধার্য্য । তবে কি না, আমি এমন কি গান জানি —
যে আপনাকে তুষ্ট করুবো ।

চপ । সখি, আমাদের রাজনন্দিনী সে দিন
যে গানটি রচনা করেছেন তবে সেইটিই কেন গাও
না ! এমন সময় আর কবে পাবে ? আর আমি
বোধ করি তা শুনে ঠাকুর-জামাইও অবশ্য
সন্তুষ্ট হবেন । (বিদ্যার নয়ন দ্বারা তড়িন ।)

সুলো । হাঁ ভাই, ভাল বলেছ । (বিদ্যার
প্রতি) কেন সখি, তায় দোষ কি ? আমি সেই
গানটিই গাই ।—চপলা বাঁয়াটা নে তো ।—

(রাগিনী কিংবোটি জংলা—ভাল জলদ ডেডাল ।)

প্রণয় পরম নিধি, বিধি না সৃজিত ।

অসার সংসারে তবে, কি মুখ থাকিত ॥

সুজন সুজন মনে, পরম্পর সম্মিলনে,

সুপ্রসূর মুখ হয়, তবে অনুভূত ॥

রুমণীর হৃদয়ধন, মন তাহে সমর্পণ,

জীবন মরণ তার, সব প্রেম-গত ॥

সুন্দর । সাধু । সাধু । আমার কর্ণকুহরে অমৃত

বর্ষণ হোলো। সখি “সুরপুর সুখ” আজ
আমার বথার্থই অনুভব হচ্ছে।

• সুলো। (হাস্তমুখে) ঠাকুর-জামাই, সে কি
আমাদের গানে?—যা হোক, এখন রাত্তিরটা
অধিক হলো, নববধুর বাসরের আর বিলম্ব
উচিত হয় না।

সুন্দর। হাঁ সখি, এই যাকি। তা তোমরা
আমার সন্তোষের চিহ্ন এই দুইটি অঙ্গুরী গ্রহণ
কর, আর অভিজ্ঞান-স্বরূপ অঙ্গুলীতে সর্বদা
রেখো এই আমার অনুরোধ।

সুলো। (গ্রহণ করিয়া) রাজকুমার, এ অঙ্গুরী
সহজে বহুমূল্য, তাতে আবার আপনার সন্তোষের
চিহ্ন বোলে এ আমাদের কাছে অমূল্য হোলো;
অতএব অতি যত্নে জীবনাবধি আমরা এ ধারণ
করুবোঁ।

• চপ। আপনার প্রসাদী বস্তু অতি সামান্য
হলেও আমাদের শিরোধার্য।

সুলো। তবে আশুন, আমরা বাসর-সজ্জা
করো দিই গে।

সুন্দর । হাঁ সখি, তা তোমরা আগে চল ।
 সুলো । (উঠিয়া) এই যে, আঁশুন না, এই
 দিক্ দিয়ে আশুন । (সুলোচনার ও চপলা'র
 অগ্রে গমন ও হুলুধনি ; পশ্চাতে বিদ্যার কর
 ধরিয়া সুন্দরের গমন ।)

দ্বিতীয় প্রস্তাব ।



বিদ্যার মন্দির ।

(বিদ্যা এবং মালিনী সহাসীনা ।)

বিদ্যা । তা যা হোক, তাঁকে আনবার কি
 কল্লে বলো দেখি ? আইয়ের আমার মুখেই
 সব ।—কথায় স্বর্গের চাঁদ হাতে এনে দেয়, কিন্তু
 কাজে কিছুই দেখি নে ।

হীরে । কেন ভাই, আমার দোষ কি ? আমি
 তো প্রথমেই বলেছি এ কর্ম্ম হুকিয়ে হবার নয় ।
 এদিকে রাণীকে জানাতে চাইলে মানা করো,
 আবার দোরটি দেবার বেলা আগে ! সে দিন

বল্লে যে তাঁকে গিয়ে বলো তিনিই এর উপায়
কোরবেন, তা তাঁকেও সে দিন বোলেছিলেম,
তায় তিনি উত্তর কল্লেন যে “মাসি। এ বিদেশ
বিভূই, এখানকার পথ ঘাট্ই আমি ভাল চিনি
নে, এতে রাজার বাড়ির-ভিতরে যাওয়া বড়
সামান্য কথা নয়। তা তোমরাই যেখানে কোন
উপায় কত্তে পাল্লে না সেখানে আমি আর কি
কোরবো বলো? তবে এখন বুঝ্লেম্ যে মানুষের
ভরসা করা বৃথা, দৈব সহায় ব্যতীত কোন কর্মই
সফল হয় না; তা মাসি, তোমার এই ঘরে একটা
হোমকুণ্ড কেটে আমি কোন দৈবকর্ম করবো,
তুমি রাত্তিরে ও ঘরে যেও না, আর আমাকেও
ডেকোড়ুকো না।”—তাঁর কথা তো এই। এখন
দেখা যাক, তাঁর দৈবে কতদূর হয়ে ওঠে। সে
যা হোক; আর একটা কথা শুন্তে পাচ্ছি, কেঁদে
বলতে পোড়া মুখে হাসি বৈ আসে না।

বিদ্যা। আবার নতুন কথা শুন্লে কি?

হীরে। কে নাকি একটা বড় পণ্ডিত সরাসী
রাজসভায় এসেছে?

বিদ্যা । হাঁ, তার কি ?

হীরে । শুভে পাচ্ছি সে না কি সভাস্থিত্ত
সকলকে হারিয়েছে এখন তোমার সঙ্গে বিচার
কোর্বে বোলে রাজার কাছে যাওয়া আসা
কচ্ছে ?

বিদ্যা । মরণ আর কি !—তার সঙ্গে আমি
বিচার কোরবো কেন ?

হীরে । তুমি তো বললে ‘বিচার কোরবো
কেন ?’ কিন্তু সন্ন্যাসী ছাড়ে কৈ ? পণ কল্ল
কি এত বাছাবাছি চলে ? পণে সন্ন্যাসীও যেমন
রাজপুত্রও তেমন ।

বিদ্যা । তা বোলেই যার তার সঙ্গে বিচার
কোরে বেড়াবো না কি ?

হীরে । না কল্লই বা চলে কৈ ? এমন সোনার-
চাঁদ বর এনে দিলেম্, কি বুঝে যে রাণীকে
জানালে না বোলতে পারি নে ; তার সঙ্গে ঘটনা
হলো না, এখন তেমি একটি দিকি সন্ন্যাসী-বর
মিলে গেছে । দাড়ি তার তোমার বেণী হতেও
নাকি বড়, সর্ব্বাঙ্গে ছাই মাখা, মাথায় কটা-জটা

ভার, তাড় সিদ্ধিতে চোক্ হুটি ঢুলু ঢুলু ।
(হাস্য করিয়া) আঃ, মরে যাই! তেমন রূপ কি
আর হবে?—

(রাগিনী খান্সাজ,—ভাল খেমটা ।)

নাগর মনের মত মিলিলো ভালো ।
রূপে জুড়ায় আঁখি ভুবন আলো ॥
কমল মধুকণা, অলি পেলে না,
ভাগ্যগুণে বুঝি ভেকেরি হোলো ॥

এমন রসিক সন্ন্যাসী নাগর পেলে, আর চাও
কি ভাই?

বিদ্যা। সন্ন্যাসীর মুখে আশুন্ আর তোমারো
রূপালে আশুন্ ।

হীরে। সন্ন্যাসীর মুখে আশুন্ আর নয়, তবে
আমাদের রূপালে আশুন্ বটে, নৈলেন এমন স
ন্ন্যাসী বালাই এসে জুটবে কেন? যা হোক্, আমার
আর একটা ভাবনা হচ্ছে,—সে ভালমানুষের
ছেলেকে এত আশা ভরসা দিয়ে রাখলেম্, এখন
তাকে বলি কি? তুমিতো শিবের সেবায় নিযুক্ত

হবে, কিন্তু তার দশা হয় কি?—হবেই বা আর—
তুমি থাক সন্ন্যাসী নিয়ে, আর সে সন্ন্যাসী
হয়ে হাতে খোলা নিয়ে চোলে থাক্।

বিদ্যা। বালাই!—শত্রুরের অমন দশা ঘটুক!
তিনিই তো আমার পতি। তাঁকে যে দিন দেখে-
ছি সেই দিন তাঁকে জীবন যৌবন দিয়ে মনে মনে
বরণ করেছি। এখন আমার আর পণেই বা কাজ
কি আর বিচারেই বা কাজ কি।

হীরে। এ তো মনে মনে কালনিমের লঙ্কা-
ভাগি কল্লো হবে না—কাজে কুলোয় কৈ? রাজা
একথা শুন্বেন কেন? আর তিনি সন্ন্যাসীর সঙ্গে
বিয়ে দিলে তুমিই বা তখন কোরবে কি? আর
সেই বা তখন থাকবে কোথায়?

বিদ্যা। (ঈষৎ হাসিয়া) হাঁ, তুমিত, তাই
মনে ভেবে আনন্দে রয়েছো, নৈলে আমি কত
কোরে বন্দেশ—বলি আই, তাঁকে একবার আমার
কাছে এনে দাও, তা তুমি তাঁকে ছাড়তে পার
কৈ?—ঐ যে বোলে থাকে যে 'নাপাজ্জিমাংনে
নাভ্-জামাই—;—কি' তা তোমার দেখছি তাই

হয়ে উঠেছে । অবাক করেছে মা । এই বয়েসে
এই, আর না জানি সে বয়েসে কি ছিলে ।

হীরে । হাঁ, যেখানে যা হোক, দোষটা শেষে
হীরের ঘাড়েরই তো আছে, এখন এই বোলবে বই
আর কি ?—যা বল ভাই, ঠাট্টাই করো, আর যা
করো, মধ্যার্থই বড় মনে মনে হুঃখটা হচ্ছে !

ভাবি, বলি—

“ যে বিধি কুরিল চাঁদে রাহুর আহার ।
সেই বুঝি ঘটাইল সম্যাসী তোমার ॥
ময়র চকোর শুক চাতকে না পায় ।
হায় বিধি পাকা আম হাঁড়কাকে খায় ॥”

এ হুঃখ কি প্রাণে নয় । শুনে অমনি বুক কেটে
যায় !—যা হোক ভাই, যেমন শুনলেম তেমনি
বল্লেম ; এখন যাতে ভাল হয় তা করো ।

বিদ্যা । হা ভাই বটে “ চাকি চাক বাজিয়ে
খালাস, ঠাট্টা বসুক আর না বসুক তার বয়ে
গেল কি ?”

(চপলার প্রবেশ ।)

চপ । রাজনন্দিনি, পূজোর সকল আয়োজন
হয়েছে ।

বিদ্যা । চল সখি, আমি বাসি ।

[চণ্ডালার প্রস্থান ।

হীরে । আমিও তবে আজ আসি, একবার
তাকে যেয়ে এ কথাটা বলি, তিনিই বা কি বলেন
শুনি গে ।

বিদ্যা । আচ্ছা, আবার যেন কাল দেখা হয় ।

[উভয়ে নিষ্কান্ত ।

তৃতীয় প্রস্তাব ।

[বিদ্যার মন্দির ।]

(বিদ্যা একাকিনী উপবিষ্টা, সুন্দরের প্রবেশ ।)

বিদ্যা । (হাস্য করিয়া) একি ভাগ্যি ! আজ
যে বড় সকাল সকাল ?

সুন্দর । (নিকটে বসিয়া) তোমার কাছে
আসতে আমার অকাল কখন ? সকলি স্বকাল ।

বিদ্যা । হাঁ, যা বল্চো সত্যি, কিন্তু নাথ, এই
ভাষণী চিরকাল থাকলে হয় ।

সুন্দর। ও কথা বরঞ্চ আমিই বলতে পারি।
বিদ্যা। কেন, কিসে?

সুন্দর। কিসে?—যেখানে ‘থাক’ বলে
আছি আর ‘যাও’ বলে নেই, সেখানে ও কথা
আমারিতো বলা সাজে।

বিদ্যা। আ—হা!—এত রকমও শিখেছো।
এমন পড়া বল দেখি কার কাছে পোড়েছো?
(তাঁতুল-পাত্র প্রদান) ন্যাও, একবার পানের
বাটাটা ছুঁয়ে শুদ্ধ করো।

সুন্দর। (ঈষৎ হাসিয়া) শুদ্ধ করো বলো
যে সর্বশুদ্ধই দিলে?

বিদ্যা। (ঈষৎ হাসিয়া) সর্বশুদ্ধ অনেক কাল
তো দিয়ে রেখেছি, আজ নতুন কি দেখলে?—
তা যা হোক, ভাল কথা মনে পোড়লো, আজ
লকালে মালিনী এসেছিল তা জান?

সুন্দর। হাঁ, সে তো প্রায় প্রত্যহই এসে
থাকে। তা কি টের টোরে পেয়েছে না কি?

বিদ্যা। তাও কি হতে পারে?—আমি তো
আর কেপি নি।—সে মাগী একে দারুণ ভীত,

টের পেলে যদি মায়ের কাছে গিয়ে বোলে.দেয়-
তা হলেই তো সর্বনাশ।

শুন্দর। সেইটে বিলক্ষণ সতক থাক।
উচিত।

বিদ্যা। না, তার জন্যে কিছু ভাবনা নেই।
তবে আর একটা কথা শুন্লেম্ তাইতে কিছু
চিন্তিত হয়েছি।

শুন্দর। (সচকিতে) আবার কি শুন্লে?

বিদ্যা। কে এক জন বড় পণ্ডিত সন্ন্যাসী রাজ-
সভায় এসেছে,—সে নাকি আমার সঙ্গে বিচার
কতে চায়।

শুন্দর। (সবিস্ময়ে) অ্যা। বলো কি। তা
হলেই তো বিষম বিজাট; সে সন্ন্যাসীটেকে যে
আমি জানি; আমি যখন বর্দ্ধমানের আসি তখন
পথে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, তা সেটা মহা
পণ্ডিত, তার কাছে বিচারে পেরে ওঠা ভার।

বিদ্যা। সে কি। তবে কি হবে বলো দেখি?

শুন্দর। আর হবে কি?—এইবার দেখ্‌চি
চোরের ধন বা বাটপাড়ে নেয়।

বিদ্যা। (সগর্বে) হুঁ! আমি তার সঙ্গে
বিচার করতে গিয়েছি।

সুন্দর। রাজা যদি বিচার করতে বলেন, তখন
কি কোরবে?

বিদ্যা। (সচিন্তিতা) হাঁ, তাও বটে!—সেও
তো এক বিধম সমস্যা। যথার্থ বলতে কি ভাই,
আমি কিছুই স্থির করতে পারছি নে।

সুন্দর। হোমার ভাবনা কি বল?—ভূমিতো
পুরণ ফেলে নতুন পাবে, যে ক্ষেত্র সে আমারি
বৈ ত নয়।

বিদ্যা। (বিরক্ত হইয়া) যাও, মিছে রক্ত কোরো
না, পুরণ ফেলে নতুন পাবে—কি আমার নতুন
বে। পুরুষের মতো আমাদের প্রতিদিন নতুনে
প্ৰবৃত্তি নেই—

“পুরাতন ফেলাইয়ে নতুনেতে মন।

পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন?”

সুন্দর। (হাসিয়া) অমন কথা বোলোনা।
নারীর কাছে কি পুরুষ?

বিদ্যা। আমরা কিছু নিতি নতুন দেখতেও
পাই নে—তার কথাও নেই; যারা নিতি নতুন
দেখে তারাই নতুনের ব্যাবসাটা ভাল বোঝে।

সুন্দর। যা হোক, এঁত দিন রাজসুখ ভোগ
কলে এখন দিন কত আবার সন্ন্যাসিনী হয়ে
দেখ।

বিদ্যা। তা, যাকে না দেখলে পলকে প্রলয়
জ্ঞান হয় তাঁর কাছ ছাড়া হতে হলে সন্ন্যাসীকে
বিয়ে না কোরে এম্মিই আমাকে সন্ন্যাসিনী হতে
হবে, তার আর সন্দেহ কি? হে ভগবান, আমার
কপালে কি কলে! (দীর্ঘনিশ্বাস ও অতি বিমর্ষ
ভাবে)।

সুন্দর। (হাসিয়া) আর যদি আমিই সেই
সন্ন্যাসী হই?

বিদ্যা। সে আবার কি?

সুন্দর। না বলি, কথার কথা বোল্‌চি; যদি
আমিই সেই সন্ন্যাসী হই তা হলে কি হয়?

বিদ্যা। তা হলে আমি তো সন্ন্যাসিনী আছিই,
—তার আর ভাবনা কি, তা ভাই মিছে পরিহাস!

হাড়া; যদি স্রুতি তুমি এর কিছু জানো, আমার মাথা খাও, আমাকে পষ্ট করে বলো। একথা শুনে অবধি আমার এগ্নি ভাবনা হয়েছে তার আর কি বোলবো! তোমার সাংকাতে বোল্‌চি ভাই কাল রাত্তিরে একবারো চক্ষু মুদি নি।

সুন্দর। (হাসিয়া) এতই যদি তোমার উদ্বেগ হয়ে থাকে তবে আর তোমাকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু দেখো ভাই, একথা কাকেও বলো না, তোমার সখীরেও যেন টের না পায়;—সে দিন আমিই রাজসভাটা দেখবার জন্যে সন্ন্যাসীর বেশে গিয়েছিলেম। আর তাব্লেম যে একবার বিচারের কথাটা পাড়ি, দেখি শেষে কিরূপ হয়ে দাঁড়াইল।

বিদ্যা। এমন।—তুমি যে কত ঠাট্‌ই জান। পুরুষ হয়ে তোমার এই, আর মেয়ে হলো না জানি কি কতে।—তার পরে শেষে কি হলো?

সুন্দর। তার পরে যা হয়েছে তা তো শুনেই-
হো; রাজা এখনো কিছুই স্থির কোত্তে পারেন
নি।

বিদ্যা । আঃ বাচ্চলম ! আমার বুকেথেকে যেন একটা বোঝা নেবে গেল । এ কথা শুনে অবধি আমি আর এক তিল স্বচ্ছন্দ ছিলাম না, কাল হীরের কাছে তো হেসে উড়িয়ে দিলেম বটে, কিন্তু মনে যা হচ্ছিলো তা আমিই জানি । তোমার কাছেও কদিন বোলবো বোলবো কচ্ছি কিন্তু বলতে আর মন সরে নি, ভাবলেম্ কেমন কোরেইবা একথা বলি ।

(সুলোচনার প্রবেশ ।)

সুলো । রাজনন্দিনি ! রাত্তিরটা ঢের হোলো, অধিক জাগরণ কোলে পাছে কোন অসুখ হয় ।

বিদ্যা । না সখি, এই আমরা যাঁই । (সুলোচনার প্রস্থান এবং বিদ্যা ও সুন্দরের গাত্রোখান)
কিন্তু দেখ ভাই, তোমার সে বেশটা আমাকে একবার দেখাতে হবে । সে সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসিনী হওয়া নী জানি কেমন ।

সুন্দর । প্রিয়ে, সে প্রেম-সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসিনী
হওয়া কেবল তোমাকেই সাজে ।

বিদ্যা । নাথ, তুমি আমাকে এমনিই ভাল
বাস বটে ।

সুন্দর ।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক ।

তৃতীয়ঙ্ক ।

প্রথম প্রস্তাব ।

(বর্জমানের রাজপথ ।)

(বিমলা এবং চপলার প্রবেশ ।)

বিম। বলি ও মোই! বড় যে তাড়াতাড়িই
চোলে যাচ্চো? দেখেও যে একবার দেখলে না?
—রাজার বাড়ী থাকলেই কি এগ্নি হোতে হয় গা?

চপ। (সচকিতে) না ভাই, আমি তোমাকে
দেখতে পাই নি, তাড়াতাড়ি আন্মনে অগ্নি
যাচ্ছিলেম তাই ওদিকে চাই নি, তা ভাই কিছু
মোনে চোনে কোরো না।

বিম। না তা নয়, বলি তবে আছে তাল,
তো?

চপ। আর ভাই, ভাল কৈ?—সে দিনের সব কথাতো তোমাকে বলিইছি।

বিম। কোন্ কথা? রাজকন্যের সেই কথা?

চপ। চুপ্চুপ্, আস্তে। বড়ঘরের কথা, কাজ্ কি ভাই গোলমালে?—আবার কে কোন্ দিক্ থেকে শুন্তে পাবে, আর বোলবে যে রাজ-বাড়ীর লোকেরা বুঝি এন্নি-কোরে সকল কথাই বোলে বেড়ায়।

বিম। হাঁ—তা সে দিন রাণী সে কথা জাস্তে পেরে কি বলেন?

চপ। আমাদের দুঃখের কথা কেন আর জিজ্ঞাসা কর? রাণী শুনে বোলবেন আর কি মাথা মুণ্ডু?—রেগে বিদ্যাবতীকে কত্‌কগুলো তেরস্কার কল্লেন, আর আমাদের উপর রাগের তো সীমে নাই, পরে রাজার কাছে গিয়ে সব কথা বোলে তাঁকেও আবার দশকথা শুনিয়ে দিলেন। রাজা তো একেবারে আগুন হোয়ে বারবাড়িতে ছোলে গেলেন, গিয়ে সব কোটালদের ডাকিয়ে কত ধুম্, কত শাসন কল্লেন তার আর বোলবো কি?

বিম। তার পরে কি হলো ?

চপ। তার পরে কোটালেরা আমাদের মহলে তারি আঁটাআঁটি কোরে চৌকী পহরা বসিয়ে দিলে, আমরা বিদ্যাবতীকে নিয়ে স্বতন্ত্র মহলে রৈলেম; আর বাড়ীর সকলের বেরুতে মানা হোয়ে গেল। কোটালেদের মধ্যে জন কত মেয়ে মানুষের বেশ কোরে—মরণ আর কি!—তার শোবার ঘরে রাত্তিরে বোসে থাকুলো। এদিকে ঘাঁর জন্যে এই তুল ব্যাপার উপস্থিত, তিনি এর কিছুই জ্ঞান্বে পালেন্ না, রাজকন্যে তো সেই ভাবনা-তেই কেঁদে কেঁদে সারা হতে লাগ্লেন; আমরা কত বল্লেম্ কত বোঝালেম্ তা তাতে কি তাঁর মন মানে?—এম্বিকোরে তো ভাই কাল্ বোসে সমস্ত রাত্তিরটে কাটিয়েছি—

বিম। তার পরে—তার পরে!—শেষটা হলো কি ?

চপ। শেষটা যে কি হয়েছে তার সঠিক কিছুই শুনতে পাই নি এখনো। আজ সকালে কোটালেরা উঠে গেলে বিদ্যা আমাদের বল্লেন

যে, 'চপলা' তুই একবার যা দেখি, যদি কোন
সন্ধান পাস, তাই আমি এখন গিয়ে ছিলেম।

বিম। তা কোন সন্ধান কত্তে পাল্লো?

চপ। কেউ কিছুই ঠিক বোলতে পারে না।

কেউ কেউ বলাবলি কছে যে চোর না কি ধরা
পোড়েছে। তা তাই পক্ষও তো কাকে জিজ্ঞাসা
কত্তে পারিনে, তবে কিনা কোটালেদের যেরূপ
আহ্লাদ দেখে এলেম তাতে বোধ হয় সে কথাটা
বড় মিথ্যে না হবে। আমি তখনি জানি যে
শেষে একটা সর্বনাশ ঘোটবে; তাই আমি
মানাও করেছিলেম, বলি এ সকল কৰ্ম্ম হুকিয়ে
হবার নয়; তা তাই আমার কথা শোনে কে?
(নেপথ্যে কোলাহল।) ও কিও! কোটালেদের
শব্দ যে শুন্তে পাচ্ছি।—ঐ, বোধ হয় যেন
তুরা এই দিকেই আসছে!—এসো তাই আমরা
এক পাশে সরে দাঁড়াই। কাজ কি? —ও
বেটারা আবার দেখতে পাবে।

[উভয়ে একপাশে দাঁড়াইল।

[নেপথ্যে পুনর্বার কোলাহল এবং সংগীত ।]

(রাগিনী পিলু,—তাল গোস্তা ।)

কি আর আমাদের আনন্দের সীমা আছে ।

এ চোরে ধন্তে পেরে প্রাণের তরে ভয় যুচ্ছে ॥

চল যাই ত্বর। কোরে,

দিব চোর্ দরবারে,

শিরপা বাঁধ্বো শিরে,

মনেই সুখে রাজার কাছে ॥

[বন্ধকর সুন্দর ও মালিনীকে লইয়া প্রহরী-
দিগের প্রবেশ ।]

১ম প্রহরী। চল্ বে চল্!

২য় প্রহরী। আজ্ যে শালার পা আর চলে না।

সুড়ঙ্গ দিয়ে যখন রাজবাড়ীতে আস্তিস্ তখন

কিছু আর এমন গজ-গতিতে আগমন হোতো

না! কেমন্ রে বেটা?

সুন্দর। অনর্থক কেন কটুবাক্য বলো। রাজার

নিকটে তো নিয়েই যাচ্ছো, যা দণ্ড করবার

তিনিই কোরবেন এখন, তোমরা আর কেন

অপমান কর?

১ম প্রহরী। আঃ, কি আমার রাজপুত্র এলেন গা! ওঁকে কটু বোলোনা, ওঁকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজো কর।—যখন সিঁদবাজী কোরে নাগ-রানী কত্তে গিয়েছিলে তখন তোমার মান কোথায় ছিল?—চল্ বে চল্, শালা।

২য় প্রহরী। ওহে, বড় তাড়াতাড়ি কোরো না। কোটাল মোশাই বলে দিয়েছেন যে তোমরা এগোও আমি শীগ্গির যাক্টি, পরে সকলে একতর হয়ে রাজসভায় যাব। তা ভাই এসো এই খেনে একটু দাঁড়ান যাক্, তিনি আসুন।

১ম প্রহরী। আচ্ছা, তবে একটু দাঁড়াই। ও চোর বান্ধু, থামো হে একটু; ইস্। পা যে আর থামে না; প্রায় যেন রাজকন্যের মহলে যাচ্ছেন আর কি।

[সকলের অবস্থিতি।

২য় প্রহরী। দেখ ভাই, এ বেটা যেন বিদেশী, কিছু না জেনে শুনেই এককন্ঠ কোরে ফেলেছে। ভাল, হীরে বেটীর কি সাহস! ও যে কি বুকে বাঘের বাসায় ঘোঘ্ নাচাচ্ছিল তা আমি ভেবে পাইনে।

১ম প্রহরী । মাগী মিটমিট কোরে চাচ্ছে এক-
বার দেখ্ না! ঐ যে কথায় বলে “মিটমিটে
ডাইন্.ছেলে খাবার রাক্স” তা এ মাগী তাই!
উঃ! ইচ্ছে হয় এক চাপড়ে মাগীর দাঁত একপাট
উপড়ে ফেলি।

[বেগে হীরার নিকটে গমন ।



হীরে। . দোহাই মহারাজের! দোহাই মহারাজের! ধর্ম, তুমি এর সাক্ষী, এ বেটারা একলা আমায় পেয়ে জাভ্ খেতে চায়। দোহাই মহারাজের!—

১ম প্রহরী। আ মোলো। শালী বলে কি হে?

২য় প্রহরী। ওকি সামান্য ঘাঘী? ও পুরণ ময়না। ওর তিনকাল ঘট্‌কালি কোরে কোরে গ্যাছে, ওকে আটে কে?

হীরে। কেন! তোদের কার্ বোঁ কি কাকে এনে দি রেছি রে, যে অমন কথা আমাকে বলিস্?

১ম প্রহরী। (সক্রোধে) চুপ্ কোরে থাক্ বেটা নচ্ছার।

(ধুমকেতুর প্রবেশ।)

.. ধুম। কি তোরা আবার গোলমাল লাগিয়ে-চিস্ রে?

হীরে। দোহাই কোর্টাল মশার—এরা আমাকে যা ইচ্ছে তাই বোলে গাল্ দিছে। এ রাজ্যতে হমেয়ে মানুষের এত অপমান? এত নাঙ্কনা?—হায়

হায় হায়। বাবা ধুমকেতু, তুমিত সুবোধ বট,
তুমিই এর বিচার করে।

১ম প্রহরী। (কোটারের প্রতি) মশায়, ও
বেটা তো দুকন্দের শেষ করেছে—আবার এগ্নি
শক্ত শক্ত কথা বলচে যে শুন্লে সকল গাটা
জ্বলে ওঠে।

হীরে। আমি দুকন্দ কোরেছি আর তোরা
সব মাধু। কৈ কোটাল তো আমাকে কটু বোল-
ছেন না, তোরা অমন করিস্ কেন?—আমার
গৌরব তোরা কি বুঝি বল দেখি?—বলে
“চাষার হাতে সালগেরাম।”

ধুম। (হাসিয়া) হাঁ, তুমি যে মানুষ তোমার
গৌরব ওরা কি বুঝবে? তা মিছে বিবান্দে
আর কাজ নেই। চল সকলে রাজার কাছে
যাই, সেই খেনেই সব কথার বিচার হয়ে উচিত
সম্মান পাবে এখন।

হীরে। বাবা ধুমকেতু। আমাকে আর কেন
নিয়ে যাবে বাছা। এ বুড়ীটেকে খুন করে কি
হবে বল দেখি। ছুটি চক্ষের মাথা খাই যদি

আমি এর কিছু জানি ! ধর্ম সাক্ষী বাপু যদি
আমি কোন পাপে থাকি ।

সুন্দর । মাসি, মিছে উতলা হও কেন ?
রাজার কাছে চলনা সেখানে তো আর অবিচার
হবার সম্ভব নেই ।

হীরে । (সক্রোধে) তোর মাসী কেরে বেটা ?
হাঁ রে অম্পেয়ে ডেকুরা ? তোর মাসী কে
বল্ দেখি ? অগ্নি কোরেই তো আমার সর্বনাশ টা
কল্লি । এখনো দেখি ছাড়িস্ নে ! এই কি তোর
হোমকুণ্ড, না এই তোর দৈবসাধন ? হাঁ রে পোড়ার-
মুখো ? এখন যে আর কথা কোস্ নে ? তোকে
থাকতে ঠাই দিয়েই তো আমার এই নাশ্তনা ।
তা আজ্ অবধি এই নাকে কানে খত্, আর বিদে-
শীকে কখন এজন্মে বাসা দোব না ।—বাবা
ধুমকেতু, আমার এই বারটি ছেড়ে দাও ।

ধুম । আর বাসা দেবেনা সে তো পরের
কথা, এখন যে কাজ করেছো, তার তো ফল
ভুগতে হবে ।

হীরে । (সরোদনে) হ্যা দেখো বাবা, এই

গলার কাপড় দিয়ে তোমাকে বোলুটি, দোহাই ধর্মের, আমি এর কিছু জানিনে ! বাপু, তোমার মা আমাকে কত ভাল বাসতেন—কত যত্ন করতেন, তা বাছা তোমার মা বাপের পুণ্যিতে আমাকে ছেড়ে দাও, আর ও বেটা যেমন কর্ম করেছে ওকে এখনি অগ্নি শালে দাও গে, তা হলো তোমার সুখ্যেতে জগৎ পূর্ণ হবে !—আমাকে ছেড়ে দাও বাছা, দোহাই তোমার !

ধুম । তাও কি হয় ? তোমাদের দুই জনকেই রাজার কাছে যেতে হবে । তবে ছেড়ে দেবার কথা, সেই দক্ষিণ মশানে গিয়ে একেবারেই হবে । (প্রহরীদিগের প্রতি) ন্যাও ! ন্যাও ! আর দেরিতে কাজ নেই । চল, রাজসভায় চল, বেলা অধিক হোতে লাগলো ।

[সুন্দর ও কোর্টালের প্রস্থান এবং হীরেকে টানিয়া লইয়া প্রহরীদিগের প্রস্থান ।

বিম । তবে সত্যিই চোর ধরা পড়েছে ।

চপ। চক্রেই ত দেখলে আর জিজ্ঞাসা কেন কচ্চো?

বিম। কিন্তু ভাই, এমন রূপ তো কখন দেখিনি। সাথে কি রাজকন্যের মন ভুলেছে?—
ঐ যে বলে, বলে “উত্তমে উত্তম মিলে অধমে
অধম।” তা না হবে কেন?—যেমন রাজকন্যে
তার মতোই বর হয়েছিল।

চপ। তা ভাই, নিদয় বিধি শেষ রাখলে কৈ?

বিম। তাইতো।—আহা, এমন চাঁদেত্রও
এমন দশা ঘটে।—পোড়া বিধাতার কি বিড়ম্বনা!

চপ। আর ভাই। ও কথা কেন কচ্চো?—
মিষ্টি আঁবেই পোকা ধরে তা কি জান না?—
খাঁই ভাই, আর দাঁড়াতে পারি নে। রাজ-
কন্যেকে হুঃখের কথাটা বলি গে। তিনি অমনি
চাঁতকের মত চেয়ে রয়েছেন।

বিম। তবে আবার কবে দেখা হবে বল
কুঁদেখি?

চপ। যদি বেঁচে বস্তু থাকি তবে শীগগির

দেখা হবে । অদৃষ্টে যে কি আছে তাতো বলতে পারিনে তাই ।

[উভয়ের প্রস্থান ।]

দ্বিতীয় প্রস্তাব ।

(বিদ্যার মন্দির, বিদ্যা সচিস্তার উপবিষ্ট ।)

(চপলা ও সুলোচনার প্রবেশ ।)

চপ । (জনান্তিকে) আমি তো এ নিদারুণ কষ্টে বলতে পারবো না, তুমি তাই আগিয়ে গিয়ে বল ।

সুলো । তবে কাজেই আমাকে বলতে হোলো । তা সন্ধে আসতেও কি নেই ? সন্ধে এসে না । তায় দোষ কি ?

চপ । তা ব্যক্তি চল ।—হুজনেই যাই । (বিদ্যার নিকটে উভয়ের আগমন ।)

বিদ্যা । (দেখিয়া সাগ্রহতায়) তবে তুমি সখি, কি শুনে এলে বল দেখি ?—কেন কিছুই যে বোল্চ না ?

সুলো। (সখেদে বিদ্যার প্রতি) রাজকন্যে !
সে নিদারুণ কথা আমরা কেমন কোরে তোমার
কাছে বলি—আমাদের বড় ভয় যেটা ছিল তাই
বিধাতা ঘটিয়েছে।

(রাগিণী ললিত,—তাল আড়া।)

কহিবো কি প্রাণসখি কহিতে বরিষে আঁখি।

সে জন পোড়েছে ধরা তুমি যার সুখে সুখী ॥

যুগল কমল করে, রেখেছে কোন কোরে,

বিদরিয়ে যায় বুক, সে মুখ মলিন দেখি ॥

বিদ্যা। (সচকিতে) অ্যা! শেবে কি এই
হলো? (কপালে করাঘাত করিয়া) হা বিধাতা!
তোর মনে কি এই ছিল!

(রাগিণী ভৈরবী,—তাল আড়া।)

কি শুনালে প্রাণসখি নাগর পোড়েছে ধরা।

তবে তো আমার আর বিকল জীবন ধরা ॥

কি বলিব সংচরিত, ধৈর্য ধরিতে নারি,

এখন প্রবেশ করি, বিদীর্ণ হইলে ধরা।

প্রণয়ের প্রতিবাদী, দিয়ে হোরে নিল নিধি,

এই কি বিধির বিধি, রমণী নিধন করা ॥

তা সখি, আমার আর এক দণ্ডও বাঁচতে সম্ভব
নেই। যাঁকে নিয়ে সংসারের সকল সুখ, তাঁকে
যদি এই হলো তবে আমার আর গিছে বেঁচে
থাকায় ফল কি বল দেখি ? (অঞ্চলে বদনারত
করিয়া রোদন।)

সুন্দো। সখি আর কেঁদো না।—যে কথা
বোলছো তা যথার্থ বটে বুঝছি, কিন্তু তার তো
আর কোন উপায় নেই। বিধাতা বিমুখ হলে
কে কি কত্তে পারে ? আমাদের কপাল বড় মন্দ,
নৈলে এমন বিনি মেঘে বজ্রাঘাত কেন হবে ?
তা মনকে প্রবোধ দাও।

বিদ্যা। (সখেদে) সখি, মন বোঝে কৈ ?—
নিদারুণ বিধি কি শেষে এই কল্লেন্।

“হায় হায় কি কব বিধিরে,

সম্পদ ঘটায় ধীরে ধীরে।

শিরোমণি মস্তকের,

মণিহার হৃদয়ের,

দিয়ে লয় অধের নিধিরে।”

কেবল যন্ত্রণাতোগ কভেই আমি পৃথিবীতে এসেছিলাম, নৈলে দেখ আজ পর্যন্ত একটি দিনও আমার সুখের তরে হলো না। কি জানি বিধাতার কেমন বাদ, আমার সুখকর-বস্তু তিনি আগে অপহরণ করেন,—আমার প্রিয়তাই অলঙ্ঘন সূচক।—সখি, তবু আশার বিপরীতে আশা করেছিলাম যে এত কষ্ট সয়ে শেষে মনের মত পতি পেলেম্ এখন বুঝি সব হুঃখ দূরে যাবে। তা সখি, সকল সাধ্তো আজ আমার মিটলো। এখন নিশ্চয় বুঝলেম্ যে জীবন সত্ত্বে আমার যন্ত্রণার শেষ নাই।

সুলো। সকলই কপালে করে তাই! নৈলে তুমি রাজার মেয়ে, তোমার কিসের ভাবনা বলো দেখি? তা তুমি তো অবোধ নও, তোমাকে আর আমরা বোকাবো কি?

বিদ্যা। হাঁ সখি, বুঝতে তো সবই পাচ্ছি, কিন্তু বুকেই বা ছিন্ন হতে পারি কৈ? কপাল যদি মন্দ না হ'বে তবে এমন দুর্দশা কি সৈতে হয়। শিতে মাতা, বাঁধের হতে অধিক সংসারে

কেউ নেই,—যাঁরা সম্ভানের সুখ বর্জননের জন্যে
প্রাণপণ করেন—আমার অদৃষ্টদোষে তাঁরাই
আমাদের আজন্মকাল বৈধব্য বস্ত্রগায় নিষ্কেষপ
কৃত্তে উদ্যত, আর অধিক বোলবো কি?

চপ। রাজনন্দিনি, খেদ কল্লেই বা আর কি
হবে বলো। আপনার অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই,
পূর্বকথা অনুশুচনার কেবল দুঃখ বাড়ানো বৈ
ত নয়? তা কোন প্রকার কোরে মনকে সাম্বনা
কর, না হলে আর উপায় কি?

বিদ্যা। (দীর্ঘনিশ্বাস) সখি, কি কোরে শাস্ত
হই তা বলো।—মন কি আমার প্রবোধ মানে?

(রাগিনী ভৈরবী—ভাল মধ্যমান।)

আমার বুঝাও কি সেই বল না।

চিরদিন কত প্রাণে সর যাতনা ॥

গোরে নানা মত দুখ, হইল উন্মুখ দুখ,

যদি বিধি দিল নিধি তাও রোলো না।

যে যাতনা নিশি দিনে, প্রজ্ঞাধি কেমনে মনে,

প্রাণধন বিনে কেহ প্রাণ গেলো না ॥

তা সখি, আমারও প্রাণটা বড় কঠিন, নৈলে
এ কথা শুনেও কেন আমি এখনো বেঁচে আছি।
শুলো। রাজনন্দিনি, কিন্তু একটা কথা তাই
আমি বোল্চি কি, যে আগেই আমরা এত অভ্যর্সা
হচ্চি কেন? রাজসভায় যে কি হবে তাওতো
এখন বলা যায় না।

বিদ্যা। রাজসভায় আর হবে কি?—ভূমিও
যেনন! আমার শোকানলের পূর্ণাহুতি হবে,
আর হবে কি?—হা নাথ! এ অভাগিনীর জন্যে
তোমায় এত দুঃখও পেতে হোলো।

শুলো। ভূমি যদি বলো, তা হলে আমরা
একবার ছাতের উপর থেকে দেখে আসি রাজ-
সভায় কি হচ্ছে।

বিদ্যা। যাতে ভাল হয় তাই করো তাই।
আমার আর বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নেই।

শুলো। চলো, চল না লো একবার দেখে
আসিগে।

চপ। চলো।

[উভয়ে নিষ্কান্ত।]

বিদ্যা । (আত্মগত) তবে আমি এখানে
একলা বুসেই বা আর কি করি—যাই, ঘরে শুয়ে
থাকি গে ।—আঃ ! ঠাকুর এই করেন, আমার
প্রাণটা অগ্নি বেরিয়ে যায়—আর উঠতে না হয় !
(গাত্রোত্থান করিয়া) হে দেবদেব মহাদেব !
প্রভু, তোমাকে যে এত উপসনা কল্লেম তার কি
এই ফল হলো ? হাঃ ।—তা তোমারই বা দোষ
কি দেবো, সকলি আমার কপালে ঘটে । (কর
ঘোড় করিয়া) ঠাকুর ! অতি কাতর হয়ে এই
শেষ ভিক্ষে চাই, দুঃখিনীর এই মিনতিটি রাখো,
কালকের প্রভাত যেন আর আমাকে দেখতে
না হয় !

[নিষ্কান্ত ।

তৃতীয় প্রস্তাব ।

(সভা গৃহে রাজা বিরলে আসীন)

(নিকটে কেবল মন্ত্রী উপবিষ্ট—কিঞ্চিদূরে
গঙ্গাভট্ট দণ্ডায়মান ।)

রাজা । কেমন মন্ত্রী, গঙ্গাভট্ট যা বলে মনো-
যোগ কোরে শুনলে তো ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে হাঁ, সকলি শুনলেম ।

রাজা । তবেতো তাঁকে চোর বোলে মসানে
পাঠিয়ে দেওয়াটা ভাল হয়নি ।

মন্ত্রী । আজ্ঞে, পূর্বে তো এতো বিশেষ রূতান্ত
জান্না যায়, নি যে ইনি গুণনিষ্ঠ রাজার পুত্র ;
সুতরাং হোষ বিবেচনাতেই দণ্ড বিধান হয়েছিল ।

রাজা । কিন্তু তাঁর আকার প্রকৃতি দ্বারা
আমার উখনি-বিলকণ সন্দেহ হয়েছিল যে ইনি
সামান্য লোক না হবেন । আর ষথার্থ বলতে কি,
তাঁর তরুণ বয়স আর মধুর মুক্তি দেখে মনে
মনে একটু মায়াও হয়েছিল । সে যা হোক, আর

বিলম্ব করা উচিত নয় । তুমি স্বয়ং গিয়ে সজ্জার
তাঁকে এখানে নিয়ে এসো ; আমি বোধ কান
কোটাঁলেরা এখনও মসান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে-
নি ।

মন্ত্রী । রাজাজ্ঞা শিরোধার্য ।—আমি এখন
চল্লেম । (গমনোদ্যত ।)

রাজা । কিন্তু দেখ, কেবল শুন্দরকেই এখানে
আনবে, কোটাল প্রভৃতির আস্বার প্রয়োজন
করে না ।

মন্ত্রী । যে আজ্ঞা মহারাজ ।

[মন্ত্রীর গমন ।

রাজা । (তটুপ্রতি) কেমন তটুরাজ, তুমি
বিশেষ করে তাঁকে দেখেছো তো ?—তৌমুর
মনে আর কোন সন্দেহ নাই ।

তটু । (কর ঘোড় করিয়া) পৃথীনাথ, বিশেষ
কোরে না দেখে ধর্মাবতারের নিকট নিশ্চয় কোন
কথা কি নিবেদন কত্তে পারি ?

রাজা । তবে ইনিই সেই ঔণসিঙ্গ রাজার
পুত্র শুন্দর ?

তউ। আজ্ঞে তার প্রতি আর কোন সন্দেহই
নাই।

রাজা। তবেতো তোমাকে একথা না জিজ্ঞেসা
কলে একটা প্রমাদ ঘোটে উঠতো, এখন ধর্ম্মে
রক্ষা করেছেন এই আমার পরম ভাগ্য!—তা
কৈ? নন্দীতো এখনো রাজপুত্রকে নিয়ে পৌঁছ-
লেন না, তুমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখোতো
তারা কত দূরে আসছেন?

তউ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[গমন।

রাজা। (স্বগত) এত বিলম্বই হলে কেন?—
কোন অঘটন না ঘোটে থাকে তা হলেই তো
রক্ষা।—(সোৎকণ্ঠায় গাত্রোথান পূর্বক পাদ-
চারণ) বিদ্যাবতীর সঙ্গে যখন গান্ধর্ব্ব বিধানে
বিবাহ হয়েছে তখন তার আর অন্যথা কি আছে।
তবে কি না অপাত্রেয় সঙ্গে এমন ঘটনা হলে
বরঞ্চ কন্যার বৈধব্য বদ্রণাও সহ হতো তথাপি
পূর্বপুরুষের নির্মল কুলমর্যাদার কলঙ্ক অর্পণ

‘কন্তে কখনই পাত্তেম না । কিন্তু এখন দেখছি
 বিদ্যা আমার মনোনীত বরকেই বরণ করেছে ।
 তা ভাগ্যে সেটা আগে জান্তে পাত্তেম । নৈনে-
 অহেতু কন্যার বৈধব্য দশার কারণ আমাকেই
 হতে হতো । তা হলে আর আমার পরিতাপের
 সীমা থাকতো না ।—কৈ ? তারা এখনো যে
 এলো না ?—কন্তে কি ?—(নেপথ্যে পদধ্বনি
 শ্রবণ করিয়া) এই বুক আসছে ।

(গঙ্গাভাটের প্রবেশ ।)

ভট্ট । মহারাজ, কাঞ্চীরাজ তনয়কে সমিষ্টারে
 লিয়ে মন্ত্রীমহাশয় এসেছেন ।।

রাজা । কৈ ? কোথায় ?

(মন্ত্রী ও সুন্দরের প্রবেশ ।)

রাজা । (সুন্দরকে আলিঙ্গন করিয়া) এসো
 বাপু এসো । (কর ধারণ পূর্বক আপনার আসনে
 বসাইয়া) বাপু, তোমাকে চিন্তে না পেরে অনেক
 হুঃখ—অনেক কষ্ট দিয়েছি, তা আপনার মোব.

কি কার কো রেতোমাকে অনুরোধ কচ্চি, আজ
অবধি সে সকল কথা বিন্মৃত হও ।

সুন্দর । মহারাজ, আপনার দোষ কি ? আমি
যেমন কৰ্ম কোরেছি তারই উপযুক্ত দণ্ড আপনি
দিয়েছিলেন । বরঞ্চ আমি বরোধর্ষের চাপল্য
বশতঃ মহারাজের নিকটে সহস্র দোষে দোষী
হয়েছি । অনুকূলতা প্রকাশে আমার সে সকল
অপরাধ মার্জনা আজ্ঞা ইউক্ ।

রাজা । (মন্ত্রী প্রতি) মন্ত্রী, এক কৰ্ম কর,
জনে লোক পাঠিয়ে দাও, অন্তঃপুর হোতে
বিদ্যাবতীকে এখানে আসতে বলে ।

মন্ত্রী । যে আয়গ মহারাজ ।

[মন্ত্রীর গমন ।

রাজা । (সুন্দরের প্রতি) তোমাকে যে প্রকার
দুঃখ দিয়েছিলাম, তাতে কি কোরে যে তার
উপযুক্ত তুষ্টি জন্মাবো এ আমি স্থির কতে
পারি নি । তবে এই বিবেচনা কোরেছি যে
যদিচ তুমি আমার বিদ্যাবতীকে গান্ধার্ববিধানে

বিবাহ কোরেছ কিন্তু সে বিবাহে আমি সম্মত
 ছিলে তোমার যত পরিতোষ জন্মাবে এমন আমি
 কিছুতেই হতে পারে না ।

সুন্দর । (করযোড় করিয়া) মহারাজ, আপ-
 নার ক্রপাতেই আমার সকল যজ্ঞগা মোচন হলো
 —আমি আজ্ চরিতার্থ হলেম্ ।

(মন্ত্রী পুনঃ প্রবেশ ।)

রাজা । কৈ মন্ত্রী ? বিদ্যাবতী কি আসছেন ?
 মন্ত্রী । আজ্ঞে হাঁ, এখনি আসবেন ।

রাজা । (সুন্দরের প্রতি) ভাল বাপু! —একটা
 কথা তোমাকে বলি, তুমি প্রথমে যেন বিচারের
 পণ শুনেই ছদ্মবেশে এসেছিলে, কিন্তু পরে যখন
 আমি জিজ্ঞাসা কଲ্লেম তখন তুমি আপনার
 পরিচয় দিলে না কেন ? —তা হলেতো আর
 এত উৎপাত ঘটনার সম্ভাবনা ছিল না ?

সুন্দর । মহারাজ, আমি পরিচয় দিলে আপনার
 কথায় কে প্রত্যয় কত্তে ? বরঞ্চ সভাসদ-সক-
 লেরি বিলক্ষণ অনুমান হতো যে এক তুচ্ছ প্রাণের

শঙ্কর কতকগুল অলীক কথা কল্পনা করো
খোল্টি। তা হলে মহারাজ, আমার কাপুরুষের
আর সীমা থাকতো না। বিশেষতঃ পরিচয়ের
পরে দণ্ডিত হলে কেবল পিতৃপুরুষের নির্মল কুল
কলঙ্কিত করা হতো; কিন্তু তার অপেক্ষা
কত্রিয়সন্তান যে মরণও মঙ্গল জ্ঞান করে সে
কথা মহারাজের নিকটে আমি আর কি জানাব ?

(সুলোচনা ও চপলা সমাভিযাহারে অবনত মুখে
বিদ্যার প্রবেশ।)

বিদ্যা। (জনান্তিকে) সখি, আমি কেমন
কোরে পিতার কাছে মুখ দেখাবো ?

সুলো। (জনান্তিকে) মহারাজ যখন ডেকে
পাঠিয়েছেন তখন তার আর ভাবনা কি ? চলো।

রাজা। (দেখিয়া) এসো মা এসো!—তোমাকে
অশেষ দুঃখ, অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে!
কিন্তু আজ তুমি তোমাদের সকল দুঃখের শেষ
হলো। (উঠিয়া বিদ্যার কর গ্রহণপূর্বক
শুন্দেরের প্রতি) বাপু এই ন্যাও। বীরসিংহের
সর্বস্বদন আজ তোমার হস্তে সমর্পণ কল্লেম।



(সুন্দরকে বিদ্যা সমর্পণ এবং নেপথ্যে শঙ্খ ও
 ভলুধনি) এর প্রতি স্নেহ মমত্ব কোরো, একথা
 আমার বলাই বাহুল্য । কারণ ~~প্রসঙ্গ~~ ~~অশেষ~~
 স্নেহ না হলে আর উভয়ে এত যাতনা কখনই সহ
 কতে পাতে না ; সুতরাং সে বিষয়ে আমি আর
 বোলবো কি ; ~~কিন্তু~~ জগদীশ্বরের নিকট এই

প্রার্থনা করি যে আজ্ অবধি উভয়ের দুঃখের অন্ত ।
 মো, এখন বহুকাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে তোমরা-
 পরম সুখভোগ করো ! আর ত্বরায় তোমাদের
 একটি সুসন্তান হোক ! (সুন্দর ও বিদ্যার
 ভূমিষ্ঠ প্রণাম ।)

সুন্দর । (করযোড়ে) মহারাজ, অদ্য আমার
 সকল দুঃখই দূর হলো, তবে মনে এই খেদ রৈল
 যে আপনার অপার দয়ার উপযুক্ত পাত্র আমি
 হতে পারি নি !

ভাট ।

হরগৌরী রতি কামাই যৈসে ।

বিদ্যাসুন্দর মিলন হিঁ তৈসে ॥

ধন ধন সুন্দর রাজ-দুলারী ।

মোহ ভয়ে দুহু রূপ নিহারী ॥

কবি গঙ্গা শুভ মঙ্গল গায়ৈ ।

কুণ্ডর কুণ্ডলী নিত সুখ পায়ৈ ॥

সুন্দর । মহারাজ, আপনার রূপায় সকল
 সুখ সম্পন্ন হোলো ; কিন্তু আমার আর-এক
 প্রার্থনা আছে ।

রাজা । কি প্রার্থনা বাপু, বলো ? তোমার
অদেয় তো আমার কিছুই নেই ।

সুন্দর (করযোড়ে) মহারাজ, অনুগ্রহ করে
মালিনীর প্রাণদান করেছেন কিন্তু তাকে নগর
হত্যে বহিস্কৃত করবার অনুমতি প্রকাশ হয়েছে,
তা আমার প্রতি সদয় হয়ে তার সকল অপরাধ
মার্জনা আশ্রয় করুন ।

রাজা । (ঈষৎ হাসিয়া) তুমি যখন বলচো
তখন তার আর অন্যথা কি আছে ! ভাল, তাই
হবে । (মন্ত্রী প্রতি) দেখ মন্ত্রী, মালিনীর
সকল অপরাধ আজ ক্ষমা করা গেল, অতএব তার
প্রতি আর কোন অত্যাচার না হয় ।

মন্ত্রী । যে আজ্ঞে মহারাজ !

রাজা । (মন্ত্রী প্রতি) এখন তবে তুমি
বিবাহের উপযুক্ত আনন্দোৎসবের উদ্যোগ
গে, নগরে যেন নিরুৎসাহে আজ কেউ না থাকে ।

—পূরজনেরা বরবধু দেখার জন্যে স্নাত্যস্ত ব্যস্ত
হয়ে থাকবেন অতএব তাদের নিয়ে আমি স্বয়ং
একবার অন্তঃপুরে গমন করি ।

না করি মন্ত্রী।.. মহারাজ, আমাদের আজ জীব
স্বার্থক হোলো।

(মন্ত্রী ও ভট্টের এক দিক দিয়া প্রস্থান, এবং অ
দিক দিয়া আর বিদ্যা ও সুন্দর তৎ পশ্চাতে
রাজা পরে সুলোচনা গমন করিতে করিতে
নেপথ্যে সংগীত।)

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল খেমটা।

হায় কি সুখে আগমন।

অশেষ হরষে পূর্ণ ভূপের ভবন।

দুখ তম দূরে গেল, সুখ শশী উদয় হলো,

করো গান সুমঙ্গল, যত পুরজন।

রাজ্যে বিরাট, পেয়ে পতি গুণমণি,

অন্তি দুখ সরে ধনী, আনন্দে মগন।

উভয়েতে চিরদিন, এ প্রণয় রয় যেন,

কি বিধি মিলালে যেমন, রতনে রতন।

[যবনিকা পতন।

